জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

অপদার্থ মুম্বই পুলিশ

মুম্বইয়ের লোকাল ট্রেনে কৌটোবোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল ২০০৬ সালে। মৃত্যু হয় ৮০০-র বেশি যাত্রীর। নিম্ন আদালত ১২ জনকে অভিযুক্ত করে। উচ্চ আদালতে তারাই বেকসুর খালাস হওয়ায় বিস্মিত সকলে

বৃষ্টি বাড়বে

বৃষ্টি বাড়বে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। বুধবার বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। সম্ভাবনা নিম্নচাপের। মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকলেও তা অনেকটা কমবে

অসুস্থ ধনকড়, উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলেন

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মামলা করতে গিয়ে বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৫৯ ● ২২ জুলাই, ২০২৫ ● ৫ শ্রাবণ ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 59 ● JAGO BANGLA ● TUESDAY ● 22 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি ■ দিল্লিকো বদল ডালো ■ জব্দ হবে স্তব্ধ হবে

ধর্মতলা। একুশের শহিদ মঞ্চ। ভাষা আন্দোলনের ডাক দিয়ে বিজেপিকে হুঙ্কার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার।

ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লাগাতার আন্দোলন

মণীশ কীর্তনিয়া

ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এবার লাগাতার আন্দোলনের ডাক দিলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা ভাষা ও বাঙালির প্রতি বিজেপির ভয়ঙ্কর বিদ্বেষের বিরুদ্ধে একুশ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের হুঁশিয়ারি দিলেন নেত্রী।

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তাঁর স্পষ্ট ঘোষণা, এই প্রতিহিংসামূলক সরকারের একদিনও ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই। ২০২৬-এ ২৫০-র বেশি আসনে জিতে এসে তারপর দিল্লিতে পরিবর্তন করতে হবে। জননেত্রীর ডাক, দিল্লিকো বদল ডালো। তবে সাম্প্রতিককালে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের বিরুদ্ধে লাগাতার অত্যাচার-নির্যাতন-গ্রেফতার-বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতেই এদিন একুশের মঞ্চ থেকে স্পষ্ট হুঙ্কার দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের ওপর সন্ত্রাস মেনে নেব না। এই মর্মে দলকে নেত্রীর নির্দেশ, আগামী ২৭ জুলাই থেকে নয়া ভাষা আন্দোলন শুরু করতে হবে। প্রতি শনি-রবিবার এই ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল-মিটিং করতে হবে। সাংসদদেরও নির্দেশ দিয়েছেন

গান্ধীমূর্তির সামনে প্রতিবাদ ধরনায় বসতে। কিন্তু মনে রাখবেন বাংলা ভাষার উপর যে-সন্ত্রাস, বাংলার লোকেদের যদি গ্রেফতার করা হয় বাংলা বলার জন্য তাহলে জেনে রাখুন এই লড়াই দিল্লি পর্যন্ত যাবে। বাংলা ভাষার উপর চলছে বিরাট সন্ত্রাস। কে কী খাবে সব ওরা ঠিক করে দিচ্ছে। বাংলা এটা মানবে না। সব মানুষের অধিকার বাংলায় রক্ষিত হবে। (এরপর ১০ পাতায়)

দলনেত্রীর নির্দেশ, একগুচ্ছ কর্মসূচি

- ২৭ জুলাই 'নানুর দিবস' থেকে সমস্ত ভাষাভাষীদের নিয়ে মিছিল। বিধানসভা ভোট পর্যন্ত প্রতি শনি-রবিবার চলবে ভাষা আন্দোলন
- সংসদ অধিবেশন ও বিজেপি রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সংসদে গান্ধীমূর্তির নিচেও ধরনাতে বাংলায় বক্তব্য রাখবেন সাংসদরা
- কলকাতায় গান্ধীমূর্তির পাদদেশেও ধরনায় বসবেন ক্রীড়া জগৎ, সংস্কৃতি জগৎ থেকে শুরু করে বিভিন্ন পেশার মানুষ। দলের ছাত্র-যুব-মহিলারাও আলাদা-আলাদা দিনে ধরনায় অংশ নেবেন
- ৯ অগাস্ট আদিবাসী দিবসে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের দিনে 'বিজেপি ভারত ছাড়ো' কর্মসূচি। ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা দিবস, ২৮ অগাস্ট ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস
- আগে স্লোগান ছিল বদলা নয়, বদল চাই। তৃণমূলের কর্মসূচির দিনে বিজেপি কর্মসূচি রাখায় এবার নয়া স্লোগান- জব্দ হবে স্তব্ধ হবে। নেত্রীর ঘোষণা- তৃণমূলের দর্শন, বাম-বিজেপির বিসর্জন
- বাংলা বলার অপরাধে কেউ গ্রেফতার বা পুশব্যাক করা হলে তৃণমূল কর্মীরা বিজেপি নেতাদের বাড়ির সামনে ধরনায় বসবেন
- ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিলে নির্বাচন কমিশন ঘেরাও করবে তৃণমূল। আন্দোলন হবে দিল্লি পর্যন্ত
- বাংলাকে টার্গেট করায় রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবকে অসমে আন্দোলন শুরু করার নির্দেশ। প্রয়োজনে যোগ দেবে শীর্ষ নেতৃত্বও

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ভাবছো

ভাবছো কি আমি মরে গেছি?
না, আছি মেঘের কাছাকাছি
ভাবছো কি আছি নিরাশ্রয়ে নিদ্রায়
না, জেগে আছি মানুষের কাছাকাছি।।

আছি দ্যুলোকে - ভূলোকে মধ্যগগনে
নীরবে-নিঃশব্দে জগৎ পানে
হিমজড়িমা বাঁধন আছে অন্তর পানে
চেতনা আছে মোর অমল কিরণে।।

বাঁচায় নির্ভয় নিরহংকার ভাষা
আনন্দধারার আমোঘ প্লাবনে
শোন অমৃতপথযাত্রী মনের আশা
গহন মগন উৎসব ধারার অঙ্গনে।।

উঠেছে যে ঝড় তনুমন প্রাণে
জীবন তরণীর টানে ডোর গানে
চরণধ্বনি শুনি আপন মনে
সর্ব অভিলাসের অভিমানে।।

পথ জুড়ে আছে এ মনুষ্য জীবন
রুদ্ধ করবো সর্ব আঘাতকে
সর্বক্লান্তি সর্ব গ্লানি হবে দহন
জয় করবো সব ভয় ভীতিকে।।

অপেক্ষা জীবনে প্রদীপ জ্বালবেই
রজনী জাগবে মহা উৎসবে
পূর্ব গগনে জাগবে জাগৃতির সূর্য
জাগরিত হবে জাগরণের উৎসবে।।

ছাব্বিশে জিতে বিজেপিকে পাঠাব 'ডিটেনশন' ক্যাম্পে

▸▸৩ পাতায়

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

22 July, 2025 • Tuesday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

১৯৩৩ **উইলি পোস্ট** (১৮৯৮–১৯৩৫) এদিন একা একা বিমানে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসেন। তিনিই প্রথম ব্যক্তি যিনি এ-কাজে সফল হয়েছিলেন। সময় লেগেছিল ৭ দিন ১৮ ঘণ্টা ৪৯ মিনিট। এর আগে একটি দুর্ঘটনায় বাঁ চোখটি হারান। ক্ষতিপূরণের টাকায় কিনে ফেলেন একটি বিমান। অদম্য জেদে চালু করেছিলেন বিমান চালানো শেখানোর স্কুল। এই রোমাঞ্চপ্রিয় বৈমানিকের নামে আমেরিকার ওকলাহোমার বিমান বন্দরটির নামকরণ করা হয়েছে।

২০১৩ **জর্জ আলেকজান্ডার লুইস** এদিন লন্ডনে জন্ম নেয়। প্রিন্স উইলিয়াম ও ক্যাথরিন মিডলটনের প্রথম সন্তান জর্জ ব্রিটিশ রাজ সিংহাসনের উত্তরসূরি। ঠাকুরদা চার্লস এবং বাবা উইলিয়ামের পর তিনিই সে-দেশের রাজার আসনে বসবেন। সম্প্রতি ইউরো কাপের ফাইনালে স্টেডিয়ামে বাবার সঙ্গে দেখা গিয়েছে খুদে জর্জকে।

১৯৭৭ **দেং জিয়াওপিং** চিনা কম্যুনিস্ট পার্টিতে ফিরে এলেন স্বমহিমায়। মাওয়ের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। এদিন ক্ষমতার অলিন্দে তাঁর প্রত্যাবর্তন উপপ্রধানমন্ত্রী পদে। 'আধুনিক চিনের রূপকার' বলে স্বীকৃত দেং-এর হাত ধরেই লাল চিনে বাজার অর্থনীতির উদ্ভব ও বিকাশ।

২০০৩ **সাদ্দাম হুসেনের** দুই ছেলেকে এদিন হত্যা করে আমেরিকান সেনারা। উত্তর ইরাকের মসুলে তাঁদের গোপন ডেরায় তিন ঘণ্টা ধরে হামলা চালায় মার্কিন বোমারু হেলিকপ্টার বাহিনী। তাতেই নিহত হয় সাদ্দামের দুই পুত্র। মৃত্যুকালে উদয় ও কিউসির বয়স ছিল যথাক্রমে ৩৯ বছর ও ৩৭ বছর।

১৮১৪ **প্যারীচাঁদ মিত্র** (১৮১৪–১৮৮৩) জন্মগ্রহণ করেন। ডিরোজিও শিষ্যমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য টেকচাঁদ ঠাকুর ছদ্মনামে 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করেন। চলিত বাংলায় লেখা এই উপন্যাস সমকালের সমাজচিত্র ফুটিয়ে তুলেছিল। এছাড়া তাঁর লেখা অন্য গ্রন্থগুলির মধ্যে আছে 'মদ খাওয়া বড় দায়', 'যৎকিঞ্চিৎ' 'কৃষিপাঠ' প্রভৃতি। জেমস লং প্যারীচাঁদকে 'ডিকেন্স অব বেঙ্গল' অভিধায় ভূষিত করেন। বাংলা ভাষার পাশাপাশি ফরাসি ও ইংরেজি ভাষাতেও প্যারীচাঁদ দক্ষ ছিলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে তাঁর লেখা ইংরেজি প্রবন্ধ 'The Zamindar and Ryots' আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

১৯২৩ **মুকেশ** (১৯২৩–১৯৭৬) এদিন দিল্লিতে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্লে-ব্যাক গায়কের পুরো নাম মুকেশচাঁদ মাথুর। কয়েক দশক ধরে বলিউডের গানের আকাশ আচ্ছন্ন ছিল তাঁর সুরের মূর্ছনায়। কখনও জনতা তাঁর 'মেরা জুতা হ্যায় জাপানি'র সঙ্গে ঠোঁট মিলিয়েছে, কখনও আবার 'দম দম দিগা দিগা' গানের সঙ্গে কোমর দুলিয়েছে। কয়েক প্রজন্ম পেরিয়ে আজও মানুষের ঠোঁটে ঠোঁটে ঘোরে তাঁর গান, 'কভি কভি মেরে দিল মে খেয়াল আতা হ্যায়' কিংবা 'কই বার ইঁউ ভি দেখা হ্যায়'।

১৮১২ **সালামানকার যুদ্ধে** এদিন ৪০ মিনিটের মধ্যে ৪০ হাজার ফরাসি সেনাকে পর্যুদস্ত করেন ডিউক অব ওয়েলিংটন। ১৮০৭ সালে পর্তুগালের দখল নিয়ে স্পেন আর ফ্রান্সের মধ্যে শুরু হয় উপদ্বীপীয় যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে এদিন ফরাসি বাহিনীকে রুখে দেন ওয়েলিংটনের ডিউক, পরে ইনিই ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাস্ত করেন নেপোলিয়নকে।

১৯৪৬ **জেরুজালেমের কিং** ডেভিড হোটেলে বোমা বিস্ফোরণ। প্রাণ হারান ৯১ জন, আহতের সংখ্যা ৪৫। ইহুদিদের উগ্রপন্থী সংগঠন ইরাগান জাইলুমি এই হামলার পেছনে ছিল। বেসমেন্টে রাখা বোমা ফেটে হোটেলের একাংশ উড়ে যায়। ওই হোটেলেই ছিল ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রধান দফতর, সেইসঙ্গে অসামরিক দফতরও ছিল সেখানে। ফলে, হতাহতের তালিকায় ব্রিটিশ সেনাদের পাশাপাশি সাধারণ আরব নাগরিকও ছিল।

পার্টির কর্মসূচি

ধর্মতলায় একুশের সমাবেশ। রয়েছেন রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল সেন-সহ দলের শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্ব। সোমবার।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫০

১			২	■	৩		৪
	■	■		■		■	
৫	৬	■	৭			■	■
■		■	■	■	৮	৯	
১০		১১	■	■	■		■
■	■	১২		১৩	■	১৪	১৫
১৬	■		■		■	■	
১৭			■	১৮			

পাশাপাশি : ১. (আল.) বিরাট ব্যাপার ৩. ভাগীদার ৫. অল্প, পরিমিত ৭. ভীমের ছদ্মনাম ৮. প্রস্থান ১০. অবিরাম, সর্বদা ১২. টিপ্পনী ১৪. অনার্য জাতি ১৭. শক্তি, সামর্থ্য ১৮. শিবলিঙ্গবিশেষ।

উপর-নিচ : ১. স্বর্ণকার ২. অরাজি, অসম্মত ৩. তারপর ৪. ত্রিভুজের কোণের প্রান্তবিন্দু ৬. ভ্রমণ ৯. মেয়াদ, নির্দিষ্ট সময় ১১. দমনকারী ১৩. আয়োজন, প্রস্তুতি ১৫. তাড়াতাড়ি ১৬. একাধিকবার বিবাহিত ব্যক্তির স্ত্রী।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৪৯ : **পাশাপাশি :** ১. বন্দনা ৪. চাটুকারিতা ৬. কুহর ৭. তৎসম ৯. মসনদ ১২. গরম ১৩. রবিবাসর ১৪. জটিল। **উপর-নিচ :** ১. বস্ত্রকুটির ২. নাচার ৩. পাকাহাত ৫. তাবাস ৮. মহামণ্ডল ১০. সত্বর ১১. দলবাজি ১২. গরজ।

২১ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজারদর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৮৯৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৪৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৫০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৩৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৩৮৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৭.১১	৮৫.৯৬
ইউরো	১০১.৯০	১০০.৩০
পাউন্ড	১১৭.১৪	১১৫.৮৯

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অঙ্কিতা মল্লিক

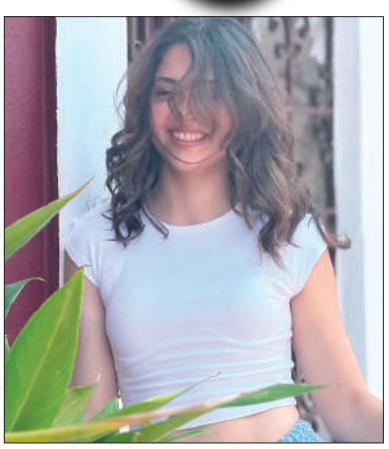

■ অনীত পাদ্দা

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

22 July, 2025 • Tuesday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
২২ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

ধর্মতলায় একুশ জুলাইয়ের মঞ্চে নানা মুহূর্তে অভিষেক

ছাব্বিশে জিতে বিজেপিকে পাঠাব ‘ডিটেনশন’ ক্যাম্পে

দেবিকা মজুমদার

২০২৬-এ বিজেপিকে রাজনৈতিক ডিটেনশন ক্যাম্প-এ নিয়ে যাব। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে শূন্য হবে বিজেপি। তার পর তাদের দিয়েই ‘জয় বাংলা’ বলিয়ে ছাড়ব। সোমবার, ধর্মতলার একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন তিনি। একই সঙ্গে ভোটার লিস্টে কারচুপি রুখতে দিল্লি গিয়ে আন্দোলনের কথা জানান অভিষেক। তিনি বলেন, ২০২৬-এ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। সেদিন বলেছিলাম জনতার বাংলায় বিরোধীদের বিসর্জন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না। এটা ছিল বিজেপির আসল চরিত্র উন্মোচন। মঞ্চেই অভিষেক প্রস্তাব দেন, বাংলা ভাষা ও বাঙালিদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে সংসদে বাংলায় বক্তৃতা করুন।

সোমবার ধর্মতলা পৌঁছেই প্রথমে শহিদবেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান অভিষেক। তার পরে বলতে উঠে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক এক তিরে বিজেপি-ইডি-ইসিকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, ২০২৪-এর ২১শে জুলাই আমরা বলেছিলাম ২৬-এর লড়াই আছে, আপনারা প্রস্তুত হোন। সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রস্তুত হতে হবে। আপনারা দেখেছেন আজ থেকে ঠিক ১৬-১৭ মাস আগে ২০২৪-এ নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস ‘ব্রিগেড চলো’ ডাক দিয়েছিল। ১০ মার্চ এক সপ্তাহের ব্যবধানে আমরা ব্রিগেডে সাংগঠনিক শক্তি দেখিয়ে দিয়েছিলাম। এর পরেই বাংলা-বিরোধী বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন অভিষেক। বলেন, বিজেপিকে প্রথম বাংলা-বিরোধী তৃণমূল কংগ্রেসই বলেছে। সেদিন আমরা যে ডাক দিয়েছিলাম তা জনতার গর্জন, বাংলা-বিরোধীদের বিসর্জন। সেটা শুধু রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না, সেটা ছিল বিজেপির আসল চরিত্রের উন্মোচন। এরপরই বিজেপিকে তোপ দেগে বলেন, এই বিজেপি বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল, রবীন্দ্রনাথকে বামপন্থী প্রোডাক্ট বলেছিল, আমাদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি নিয়ে ব্যঙ্গ করেছিল। যে বিজেপির নেতারা নির্বাচনে জিততে না পেরে গরিব মানুষকে ভাত দিয়ে মারার চেষ্টা করে, বাংলার মানুষের টাকা আটকে রাখে, সে বিজেপির একটাই পরিচয়— তারা বাংলা-বিরোধী। আজকে বাংলায় কথা বললে আপনাদের গায়ে এত জ্বালা কেন? সমাবেশের আবেগ নিয়ে বলতে গিয়ে অভিষেক বলেন, গত বছরের ২১শে জুলাইকে ছাপিয়ে গিয়েছে এবারের ভিড়। বিজেপি-তৃণমূল সম্মুখ সমরে লড়াই করছে কিন্তু বিজেপি এবং তৃণমূলের পার্থক্য, বিজেপির কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের মতো একটা কর্মীও নেই আর একশো বছরের তৈরি হবে না। আমাদের কর্মী এবং দলনেত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের একমাত্র শক্তি।

তাঁর সংযোজন, আমি আগের বারে ডায়মন্ড হারবারের সভা করে বলেছিলাম, ৫০ পেরোতে পারবে না বিজেপি। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করি না কিন্তু যদি করি বাংলায় জিততে পারবে না বিজেপি। যেভাবে মানুষকে বাংলায় নিপীড়ন করেছে, নিজেদের ঔদ্ধত্য দেখিয়েছে। বিজেপিতে যে কয়েকটা বাংলা-বিরোধী পড়ে রয়েছে তাদেরকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে বঙ্গোপসাগরের ফেলতে হবে। মোদি সরকারের বিরুদ্ধে ভোটার লিস্টে কারচুপির অভিযোগ তুলে অভিষেক বলেন, আজ থেকে ৩২ বছর আগে ১৩ জন পরিচয়পত্রের দাবিতে নিজেদের প্রাণ দিয়ে মানুষের গণতন্ত্রের অধিকার ফিরিয়ে দিয়েছিল। দরকার হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমতি নিয়ে দিল্লিতে তৃণমূল কংগ্রেস বৃহত্তর আন্দোলন করবে। ভোটার লিস্ট নিয়ে কারচুপি করতে দেব না। এরপরই বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করে অভিষেক বলেন, আগে এরা জয় শ্রীরাম বলত। এখন ঠেলায় পড়ে জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা বলছে। ২০২৬-এর পর জয় বাংলা বলবে। যে বাংলার মানুষকে ভাতে মারতে চেয়েছিল সেই বাংলার মানুষের পায়ে মাথা ঠুকে জয় মা কালী, জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে। এটাই বাংলার মানুষের জয়, আদিবাসীর জয়, শ্রমিকের জয়, কৃষকের জয়, জনজাতির জয়। বাংলার কৃষ্টির জয়, ঐতিহ্যের জয়। যে দুর্গাপুজো কমিটিগুলির পিছনে এজেন্সি লাগিয়ে বন্ধ করতে চেয়েছিল পুজো, সেই বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়েই আজকাল জয় শ্রীরামকে বর্জন করে জয় মা দুর্গা বলতে হচ্ছে!

সম্পাদকীয়

22 July, 2025 • Tuesday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভাষা আন্দোলন

২৫-এর ২১ জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে ২৬-এর বার্তা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। কেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কেন তিনি অগ্নিকন্যা, কেন তিনি দেশের বিরোধী নেত্রী, কেন তাঁর কথাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয় বিরোধী দলগুলি, তার প্রমাণ পেল গোটা বাংলা। শহিদ তর্পণের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করলেন, এবার বাংলায় ভাষা আন্দোলন। চলবে আগামী বিধানসভা নির্বাচন পর্যন্ত। কেন এই আন্দোলন? তার কারণ, বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা-বিরোধী, বাঙালি-বিরোধী এবং বাংলা ভাষা-বিরোধী মনোভাব তৈরি করেছে বিজেপি। উদ্দেশ্য স্পষ্ট, বাংলার সরকারকে কিছুতেই প্যাঁচে ফেলা যাচ্ছে না, তাই নানা অপচেষ্টা। বারবার মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে কেন্দ্রীয় বরাদ্দ বন্ধ করা হয়েছে। যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার চেয়ে অনেক বেশি অভিযোগ বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে। তারা নির্দিষ্ট কোটার চেয়ে বেশি অর্থ পেয়েছে, অথচ বঞ্চিত বাংলা। আসলে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। হাতে না মেরে ভাতে মারার চেষ্টা। কিন্তু লাভ হয়নি। একশো দিনের টাকা বন্ধ। পরিবর্তে দিচ্ছে রাজ্য। আবাসের টাকা বন্ধ, বাড়ি তৈরি করে দিচ্ছে রাজ্য। সীমিত ক্ষমতার মধ্যে কীভাবে রাজ্যের মানুষকে রিলিফ দিতে হয়, দেখিয়ে দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একের পর এক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে সেরা বাংলা। কেন্দ্রের রিপোর্টই বলছে, তথ্য-প্রযুক্তিতে দেশে সবচেয়ে বেশি লগ্নি বাংলায়। লগ্নিকারীদের 'সেফ ডেস্টিনেশন' এখন বাংলা, বলছেন শিল্পপতিরাই। সবচেয়ে নিরাপদতম শহর কলকাতা। বাংলাকে কিছুতেই রুখে দেওয়া যাচ্ছে না। বাংলায় নাকি দুর্গাপুজো হয় না! আর বাংলার দুর্গা কার্নিভাল পাচ্ছে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি। বাংলার জগন্নাথধাম ঘিরে দেশে-বিদেশে আলোচনা, পর্যটকদের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছে দিঘা। বাংলাকে ভাতে মারার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে এবার বাঙালির উপর আক্রমণ। বাংলা ভাষা বললেই বিদেশি! বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা বাঙালিদের হয় আটক করা হচ্ছে, নয়তো পুশব্যাক করে বাংলাদেশে পাঠানো হচ্ছে। অথচ তাদের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে। প্রত্যেককে রাজ্য ফিরিয়ে এনেছে। কিন্তু এ তো বাংলা ভাষার উপর আক্রমণ। বাংলা বলা অপরাধ! হতে পারে নাকি! এদেরকে উচিত শিক্ষা দিতেই ভাষা আন্দোলন। বাংলা আন্দোলন শুরু করলে কী হয়, তা দিল্লিতে পাওনার দাবিতে আন্দোলন দেখিয়ে দিয়েছে। এবার ভাষা আন্দোলন দিল্লির জমিদারদের ভিত নড়িয়ে দেবে। বিজেপি যেন ভুলে না যায় মহামতি গোখলের কথা, আজ যা বাংলা ভাবে, কাল তা দেশ ভাবে। এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়বে রাজ্য থেকে রাজ্যে। বাংলার অস্মিতার আসল স্ফুলিঙ্গ দেখবে, বুঝবে বিজেপি। আর কোনও রাজ্যের ভাষাভাষীদের নিয়ে এমন মারাত্মক খেলা খেলতে গিয়ে দশবার ভাববে স্বৈরাচারী মোদি সরকার।

e-mail থেকে চিঠি

ভাষা আন্দোলনে সকলে রাস্তায় নামুন

হ্যাঁ, বাংলা ভাষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর আন্দোলনে আমরা আছি, থাকব। বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, বাংলা আমাদের ভাবপ্রকাশের ভাষা, বাংলা ভাষা যে ঐতিহ্য আমাদের সামনে রেখেছে তার জন্য আমরা গর্বিত। জাতীয় সঙ্গীত বাংলা ভাষায়। বন্দেমাতরম বাঙালির কলম থেকেই বেরিয়ে এসেছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজি সুভাষ থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী কিংবা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার বাঙালি। বাংলা থেকে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু, নবজাগরণেরও পথিকৃৎ বাংলা। বাংলাই পথ দেখিয়েছে দেশকে। বাংলা ভাষা শুধু দেশে নয়, গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচলিত ভাষা। সেই ভাষার উপর যখন কোনও ভারতীয় আক্রমণ করে, তখন বুঝে নিতে হয় এর মধ্যে রয়েছে রাজনৈতিক চক্রান্ত। তাই বাংলা ভাষার এই আন্দোলনে প্রত্যেকটি বাঙালির রাস্তায় নামা উচিত। যে সমস্ত বিরোধীরা রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেন, তাঁদেরকেও অনুরোধ, রাস্তায় নামুন। এটা কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি নয়, এটা বাঙালির অস্তিত্বের প্রশ্ন, বাংলার অস্মিতার প্রশ্ন। লড়াই হবে। আর বাংলার মানুষ যদি লড়াইয়ে নামেন তার ফল কী হয় অতীতে ভারতবর্ষ দেখেছে। —**সুচেতনা সরকার, কলকাতা-৩২**

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

নিজেদের দিকে তাকান মোদিজি
তারপর না হয় বাংলা নিয়ে মিথ্যাচার

বেঙ্গল মিনস বিজনেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিনস বেঙ্গল। এটা জানা আছে তো! যদি জানা না থাকে, তবে মোদি ও তাঁর বাহিনী জেনে নিন। লিখেছেন অধ্যাপক **ড. রূপক কর্মকার**

সাম্প্রতিক কিছু বাক-বিতণ্ডায় একটা জিনিস পরিষ্কার হয়েছে, একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারিত মুখের কথায় এবং প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। আর একটি রাজনৈতিক দলের প্রচারিত মুখের কথায় এবং প্রকাশিত তথ্যের মধ্যে সিংহভাগ মিল রয়েছে। অবশ্যই আলোচনাটা রাজ্য সরকারের উন্নয়ন ও কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন নিয়ে। সেই উন্নয়নের পরিসংখ্যান কয়েকটি মাপকাঠির ওপর যে নির্ভর করে আছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তেমনি একটি মাপকাঠি হল বেকারত্বের হার। যা নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে বেশ কাটাছেঁড়া চলছে। পরিসংখ্যানটা বর্ণনা করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষে বেকারত্বের হার বর্তমানে ৫.৬ শতাংশ, যা মে মাসেও সমান ছিল। এই তথ্য ১৫ বছর বা তার বেশি বয়সি ব্যক্তিদের মধ্যে সার্ভের ফলাফল।

আরও তথ্য বলছে বেকারত্বের হার বর্তমান সাপ্তাহিক অবস্থায় শহর ও গ্রামীণ এলাকা মিশিয়ে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়স পর্যন্ত ২০২৫ -এর এপ্রিলে ছিল ১৩.৮ শতাংশ, মে মাসে ছিল ১৫ শতাংশ এবং জুনে সর্বশেষ রেকর্ড হয়েছে ১৫.৩ শতাংশ। যদি সর্বতোভাবে বলি অর্থাৎ ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে বেকারত্বের হার ২০২৫-এর এপ্রিলে যা ছিল ৫.১ শতাংশ, মে মাসে বেড়ে হয়েছিল ৫.৬ শতাংশ এবং জুনেও সেই একই হার বজায় থেকে ৫.৬ শতাংশ রয়েছে। ২০২৫ জানুয়ারিতে CMIE তথ্য অনুযায়ী ভারতবর্ষের বেকারত্বের হার থেকে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার ছিল অনেকটাই কম। অতীত হোক বা বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু আগেও এগিয়ে ছিল, এখনও এগিয়ে আছে, অর্থাৎ আমরা বলতেই পারি পশ্চিমবঙ্গ পথ দেখাচ্ছে কর্মসংস্থানের। কেন্দ্রের নীতি আয়োগও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

তথ্যটা কয়েক বছরের পুরনো হলেও ২০২২-'২৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে বেকারত্বের হার সর্বনিম্ন ২.২% যা জাতীয় হারের থেকেও উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। PLFS-এর মাসিক বুলেটিনের তথ্য বলছে গ্রামীণ মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ১ শতাংশের ও বেশি হ্রাস পেয়েছে অথচ পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের কর্মসংস্থানের জোয়ার আগের থেকে অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সকল তথ্য থেকে কর্মসংস্থানের দিশা কোন দিকে যাচ্ছে তা বোধহয় আলাদা করে আর বলতে হবে না। ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো ও তথ্য অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ৫১০০০ যুবক-যুবতী-কে স্থায়ী চাকরির নিয়োগপত্র দিয়েছে। এই তথ্যে আরও বলা হয়েছে লক্ষ লক্ষ যুবক রোজগার মেলার মাধ্যমে নাকি কর্মসংস্থান পেয়েছেন। এখানেই প্রশ্ন, বিগত কত বছরে এই ৫১০০০ যুবক-যুবতীদের চাকরি হয়েছে? আর যদি সত্যিই সরকারি চাকরি পেয়ে থাকেন তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে সেই নিয়োগ হয়েছে? এই সকল প্রশ্নের কিন্তু কোন সদুত্তর পাওয়া যায়নি। সাম্প্রতিক সংসদে প্রশ্নোত্তর পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে বিগত ১১ বছরে ভারতবর্ষে নাকি ২২ লক্ষ সরকারি চাকরি হয়েছে, কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ অনুযায়ী বিগত ১১ বছরে ভারতবর্ষে ২২ কোটি চাকরি হওয়ার কথা। প্রতিবছর ২ কোটি করে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন অর্থাৎ যা চাকরি হওয়ার কথা তার কিন্তু এক শতাংশই চাকরি হয়েছে। আরও কিছু তথ্য দিই, রাজ্যের শিল্পবান্ধব পরিবেশের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বহু শিল্পপতি আজ বাংলামুখী। সেই সূত্র ধরেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে টাটা গোষ্ঠীর চেয়ারম্যান এসেছিলেন সাক্ষাৎ করার জন্য আগামীর কিছু পরিকল্পনা নিয়ে।

পশ্চিমবঙ্গে যে শিল্পের চাহিদা রয়েছে তা টাটা গোষ্ঠীও বুঝতে পেরেছে কিন্তু পরক্ষণে রাজ্যের বিরোধী দলের থেকে যে বক্তব্য এসেছিল তা ছিল, টাটা গোষ্ঠী কথা বলে গেলেন কিন্তু বিনিয়োগ করবেন আমরা যখন সরকার গড়ব তখন, আদৌ কি বাংলায় বিজেপির পক্ষে সেটা সম্ভব? কিন্তু তথ্য বলছে টাটা গোষ্ঠী ৬০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে টাটা মেটালিক্স সম্প্রসারণের জন্য। এমনকী টাটা মেডিক্যাল সেন্টার রাজারহাটে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল তৈরি করছে। এখানেই শেষ নয়, হসপিটালিটি ব্যবসায় অর্থাৎ হোটেল ব্যবসাতেও টাটা গোষ্ঠী ঢালাও বরাদ্দ করেছে, বর্তমানে হোটেলের সংখ্যা এক থেকে বেড়ে ছয় হয়েছে। এমনকী সিলিকন ভ্যালিতে টিসিএসের নতুন ক্যাম্পাস তৈরি হচ্ছে।

এরপরেও কি বলা যায় টাটা গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করছে না? আগামী দিনে শুধু পশ্চিমাঞ্চল ঘিরে নানান শিল্প করিডরের মাধ্যমে প্রায় ২৫০০০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হতে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরও একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিম্নবিত্ত গরিব মানুষের জন্য বাংলার বাড়ি তৈরি করে দেওয়া। তার থেকে এক ধাপ এগিয়ে উচ্চবিত্তরা যে আবাসনগুলো-তে স্বাচ্ছন্দ্য অনুযায়ী বাস করে সেই সুবিধা যাতে নিম্নবিত্ত মানুষেরাও পায় তার জন্য 'সুজন্ম' ও 'নিজন্ম' নামক আবাসন প্রকল্প তৈরি করছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইতিমধ্যে বাংলায় ৫৭টি সিনার্জি মিটিংয়ের মাধ্যমে দু লক্ষ কুড়ি হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে, এতে কর্মসংস্থান যে বৃদ্ধি পাবে তাতে কিন্তু কোনও সন্দেহ নেই। পশ্চিমবঙ্গে ৬৬০টি ক্লাস্টার তৈরি হয়েছে। ছোট ও মাঝারি শিল্পে ১ কোটি ৩০ লক্ষেরও বেশি মানুষ কাজ করছে। এটা হল বাংলায় শিল্পের সাম্প্রতিক হালহকিকত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ সফরে এসে ঘোষণা করেছেন দুর্গাপুর-হলদিয়া প্রাকৃতিক গ্যাস পাইপলাইনের কাজের। যদি একটু খেয়াল করেন বা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাম্প্রতিক বাজেট লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন পশ্চিমবঙ্গে ৫৩২২ কোটি টাকা ব্যয়ে গ্যাস পাইপ লাইনের কাজ হচ্ছে, যেখানে প্রায় ১৭ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হবে, সুতরাং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণায় কি কোনও নতুনত্ব আছে? নানান শিল্পপতিদের ভাষায় বেঙ্গল এখন বেস্ট ডেসটিনেশন ফর ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ এমন ভাবেও বলা যেতে পারে 'বেঙ্গল মিনস বিজনেস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট মিনস বেঙ্গল'। ভারতবর্ষের ২৯টির মধ্যে একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, যেখানে নারীর ক্ষমতায়নে, জীবনযাত্রার মানের সুস্থায়ী উন্নয়নে অনেক রাজ্যকেই পেছনে ফেলে দিয়েছে বাংলা।

এমত পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সর্বদা পাশে থাকার বদলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্য পাওনা আটকে রেখে যে অসম প্রতিযোগিতা করছে তা সত্ত্বেও বাংলায় উন্নয়নের গতি কিন্তু স্তব্ধ হয়নি। একটা বিষয় কিন্তু সহজবোধ্য আমাদের কাছে, যে কোন রাজ্যের উন্নয়ন মানেই ভারতবর্ষের উন্নয়ন, বাংলার উন্নয়ন কি তার ব্যতিক্রম? নাকি বাংলায় উন্নয়ন হলে ভারতবর্ষের উন্নয়ন হবে না? এই প্রতিযোগিতা এমন পর্যায়ে গেছে যে অন্যান্য রাজ্য বিশেষ করে বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলি বাঙালিদের হেনস্থা করতেও ছাড়ছে না। তবে ভবিষ্যতে দৃষ্টি রাখলে এটা পরিষ্কার যে, এই প্রতিযোগিতার সর্বশেষ ফলাফল হবে বাংলার মানুষের মন থেকে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিসর্জন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশের মঞ্চে দুই শহিদ পরিবারকে শ্রদ্ধা নেত্রীর

দিল্লিকো বদল ডালো
বাংলার দুর্জয় ঘাঁটি থেকে আহ্বান নেত্রীর

দেবনীল সাহা

একুশের মঞ্চ থেকে এবার দিল্লিতেও পরিবর্তনের ডাক দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, দিল্লিকো বদল ডালো। এদিন রেকর্ড ভিড়ের জনসমুদ্রকে সাক্ষী রেখে জননেত্রী বলেন, এই সংগ্রাম সেদিন শেষ হবে যেদিন দিল্লিতে পরিবর্তন করে বিজেপিকে রাজনৈতিকভাবে বিসর্জন দিতে পারব। তাঁর সংযোজন, যতবার বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতারা বাংলায় এসে বাংলা-বিরোধী বার্তা দিয়েছেন ততবার বাংলার মানুষ তাঁদের বিসর্জন দিয়েছে। সাফ কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সেই ইতিহাস মনে করিয়ে নেত্রীর বার্তা, আগেরবার বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙেছিল। আর এবার নোটিফিকেশন পাঠিয়েছে। একমাসের জন্য যাকেই সন্দেহ হবে তাকেই জেলে রাখা হবে। আজ এক হাজারের উপর লোক, কাউকে বাংলাদেশে নিয়ে গিয়েছে, কাউকে রাজস্থান, কাউকে ছত্তিশগড়ে, কাউকে মধ্যপ্রদেশে এমনকী ওড়িশার জেলে নিয়ে গিয়েছে। বলে দিয়েছে— জুলাই মাসে বেআইনি বাংলাদেশি নাগরিকদের, রোহিঙ্গাদের ডিপোর্টেশনের কাজ শুরু করতে হবে। আমাদের বলছে সেন্ট্রাল ফোর্স থেকে নোডাল অফিসার তৈরি করতে, যারা ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেবে। বাংলার পরিচয় থেকে বাদ দেবে। এসব বাংলা বরদাস্ত করবে না। আমরা ওদের জব্দ করব, স্তব্ধ করব। এদিন মঞ্চে দুই শহিদ পরিবারকে সম্মান জানান নেত্রী। এছাড়াও দলকে একগুচ্ছ কর্মসূচিও দিয়ে দিয়েছেন। এদিন একুশের ভিড় অতীতের সব রেকর্ডকে ভেঙে দিয়েছে। মঞ্চের সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। সঙ্গে ছিলেন অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম, শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য রাজ্যের নেতা-নেত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, মন্ত্রীরা। এছাড়াও ছিলেন দলের অন্যান্য পদাধিকারীরা। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টরা। এই প্রচণ্ড গরমকে উপেক্ষা করেই লক্ষ লক্ষ মানুষ নেত্রীর কথা শুনেছেন। আর বাড়ির পথ ধরেছেন বিজেপিকে দেশ থেকে উপড়ে ফেলার অঙ্গীকার নিয়ে। এদিন রাজ্য সরকারের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির তুলনায় বাংলায় আইনশৃঙ্খলা থেকে বিনিয়োগ কতটা এগিয়ে, তথ্য পরিসংখ্যান-সহ তুলে ধরেন তিনি। সম্প্রীতির বাংলায় বিভাজনকারী বিজেপির যে কোনও ঠাঁই নেই তাও স্পষ্ট করে দেন তিনি। এদিন জগন্নাথধামের কথা উল্লেখ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার বাংলায় দুর্গা অঙ্গন করব। জনসমুদ্রে তখন হাততালির ঝড়।

প্রতিবেদন : একুশের মঞ্চে দুই শহিদ পরিবারকে শ্রদ্ধা জানালেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সমাবেশে পহেলগাঁওয়ে নিহত বিতান অধিকারীর মা-বাবা এবং তেহট্টের শহিদ জওয়ান ঝন্টু আলি শেখের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী নিজে সম্মান জানান উপস্থিত দুই পরিবারের সদস্যদের। পরিয়ে দেন উত্তরীয়। তৃণমূলের তরফে দুই স্বজনহারা পরিবারের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, স্বজনহারা পরিবার দুটিকে সাহায্য করতে প্রত্যেক তৃণমূল কর্মী ১ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করেছেন। ছেলেকে হারিয়ে শোকে বিহ্বল বিতানের মা কান্নায় ভেঙে পড়েন। সান্ত্বনা দেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন পাশে আছি। উল্লেখ্য, গত ২২ এপ্রিল, পহেলগাঁওয়ের বৈসরনে জঙ্গি হামলায় প্রাণ হারান নিরীহ পর্যটকেরা। নিহতদের তালিকায় ছিলেন বিতান অধিকারী। গত ২৬ এপ্রিল নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, বিতানের পরিবারকে এককালীন ১০ লক্ষ টাকা সাহায্য দেওয়া হবে। শুধু আর্থিক সাহায্য করেই পাশে থাকা নয়, পহেলগাঁওয়ে নিহত বিতান অধিকারীর মা-বাবার আর্থিক অবস্থা সঙ্গিন হওয়ায়, বিতানের বাবার নামে একটি পেনশন ফান্ড করে দেবে সরকার। তাতে মাসে ১০ হাজার টাকা পাওয়া যাবে। সেইমতো আর্থিক সাহায্য আগেই তুলে দেওয়া হয়। এবার দলের তরফেও তাঁদের হাতে আর্থিক সাহায্য তুলে দেওয়া হয়। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার পর উপত্যকায় শহিদ হন ঝন্টু আলি শেখ। পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার মাঝে উধমপুরে শুরু হয় সেনা-জঙ্গির গুলির লড়াই। সেই অপারেশনেই শহিদ হন সন্তান ঝন্টু আলি শেখ। তেহট্টের পাথরঘাটার শহিদ পরিবারের সদস্যরাও এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

নেত্রীকে ঘিরে উত্তাল একুশের মঞ্চ

রাজ্য
22 July, 2025 • Tuesday • Page 6 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে নেতা, মন্ত্রী, সাংসদরা যা বললেন

সেদিন ছিল গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই

● **সুব্রত বক্সি** (রাজ্য সভাপতি)

১৯৯৩ সালে আজকের দিনের ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। গণতন্ত্র রক্ষায় এটা ছিল এক বড় লড়াই। সচিত্র পরিচয়পত্রের দাবিতে সেই রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি। সেদিনের শহিদদের স্মরণেই আজকের সভা। ২১শে জুলাই মহাকরণ অবরোধের ডাক দিয়েছিলেন তৎকালীন যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীরা বলেছিল, বাংলার মাটিতে জোর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাইটার্স দখল করতে এসেছে। আমরা মনে করি, শহিদের রক্ত হবে নাকো ব্যর্থ। স্বাভাবিক ভাবেই ২১শে জুলাইয়ের তাৎপর্য বেশি। মানুষ যখন নির্বাচনে অংশ নেয় তখন শহিদ ১৩ জনের নাম মনে রাখে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ এখানে এসে পৌঁছেছে। সামনের বছরের নির্বাচনের কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলবেন। সবাই মন দিয়ে শুনবেন। সকলকে ধন্যবাদ।

এতদিন বাংলা গড়েছি, এবার ভারত গড়তে চাই

● **ফিরহাদ হাকিম** (মন্ত্রী)

ধর্মতলার একুশের মঞ্চে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে শুধুই বাংলার নেতৃত্ব নয়, গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূলের প্রতিনিধিত্ব যাঁরা করেছেন, তাঁরাই বাংলার রাজনৈতিক লড়াই থেকে বাংলার অস্মিতাকে গর্বের সঙ্গে তুলে ধরেছেন জাতীয় প্রেক্ষাপটে। কারণ, এই বাংলা থেকেই যে স্বাধীনতার লড়াই হয়েছিল তারই ঐতিহ্য বহন করে ১৯৯৩ সালের একুশে জুলাই। আজ সেই ইতিহাস স্মরণ করছি আমরা। বাঙালিদের রাজ্যে রাজ্যে অপমান করছে বিজেপি। সেই বিজেপিকে কেন্দ্র থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েরই। লোকসভা থেকে পঞ্চায়েত, প্রতি নির্বাচনে মেরুকরণের যে খেলা বিজেপি খেলছে তা বাংলায় কোনওভাবে সফল হবে না। বিজেপি যেদিন থেকে এসেছে সেদিন থেকে আমাদের এক পল্টু চাচা হঠাৎ করে সাম্প্রদায়িক হয়ে গিয়েছে। ভাবছে সাম্প্রদায়িক উসকানি দিয়ে ভোট ভাগ করা যায়! ভুলে গিয়েছে এটা রামকৃষ্ণের বাংলা। যে বাংলায় রবীন্দ্রনাথ রাস্তায় নেমে হিন্দু-মুসলিম ভাই-বোনেদের এক করেছিলেন। আমরা লড়াই করেছি সিপিআইএমের বিরুদ্ধে। আমাদের ৫০ হাজার ভাই। আমার ডানদিক, বামদিকে যাঁরা ছিলেন তাঁরা মারা গিয়েছেন। আমি ভাগ্যের জোরে বেঁচে গিয়েছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বেঁচে গিয়েছেন। সেই শহিদের রক্তে আজ সিপিএম-মুক্ত বাংলা হয়েছে। শুধুমাত্র বাংলা নয়, বাংলার মানুষের জন্য বাংলার বাইরেও লড়াইয়ে প্রস্তুত তৃণমূল। যেখানেই অন্যায় হবে, সেখানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গর্জে উঠবেন। আজকের লড়াই বাংলার অবমাননার লড়াই। ওড়িশায় এতদিন হয়নি। যেদিন থেকে বিজেপি এসেছে সেদিন থেকে বেঙ্গলি হেটরেড। আমি এই মাটিতে জন্মেছি। যখন মারা যাব এই মাটির ছয় ফুট জায়গা আমি পাব। আমার এই অধিকার কে কলার ধরে কেড়ে নিতে আসে দেখি! মুখ বুজে থাকবেন না। যাঁরা বাংলার বাইরে অপমানিত তাঁরা গর্জে উঠুন।

দেশের মানুষকে সম্মান কীভাবে করতে হয় সেটা বাংলা থেকেই শিখতে হবে বিজেপিকে, বার্তা দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্য রাজ্যেরও দেড় কোটি মানুষ আছেন এখানে। তাঁরা আমাদের ভাই। যাঁরা অসম, দিল্লি, মহারাষ্ট্রে আছেন তাঁরাও আমাদের ভাই। অনেক বছর ধরে রাজস্থান, পাঞ্জাব থেকে যাঁরা এসেছেন তাঁরাও আমাদের ভাই। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা যে অবদান রেখেছে তেমন আর কারও নেই। বাঙালি ছিল বলেই স্বাধীনতা সংগ্রামের লড়াই সম্ভব হয়েছিল। আন্দামান জেলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের ৮০ থেকে ৯০ শতাংশ বাঙালি ছিলেন।

স্বাধীন বাংলা গড়ার কারিগর বাঙালিরাই বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আপনাকে সংসদ থেকে তুলে ফেলে দেওয়ার ক্ষমতাও এই বাংলার আছে। এখানে যাঁরা আছেন, তাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কুৎসা করেন। তাঁদের কিছু বলতে চাই না। ছাগলের তিনটি বাচ্চা দেখা যায় গ্রাম-বাংলায়। এই বাংলার বিজেপি ছাগলের তৃতীয় সন্তান। এখানে যত লোক আছে তার তিনগুণ লোক কলকাতায় আছে। আর তার কয়েকগুণ লোক গোটা বাংলায় আছে। এটা শুধু ট্রেলার। প্রত্যেক জায়গায় বাংলার অপমান। স্পষ্ট বলতে চাই, বাংলা গড়েছি, এবার ভারত গড়তে চাই।

অযোধ্যাতেও বিজেপি হেরেছে

● **অরূপ বিশ্বাস** (মন্ত্রী)

শহিদ তর্পণের সভায় সকলকে নতমস্তকে প্রণাম জানাই। ১৩ শহিদকে সামনে রেখে শপথ নিচ্ছি ছাব্বিশের ভোটে বিজেপিকে ছাব্বিশে নামিয়ে আনব। আমাদের রাজস্বের টাকা এখান থেকে নিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র। কিন্তু পাওনা দিচ্ছে না এই বিজেপি। এরা বাংলাকে শেষ করতে চায়। বারবার চক্রান্ত করে বিজেপি বঞ্চিত করতে চাইছে। ১ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা আমাদের পাওনা। আমাদের দিচ্ছে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়ন করছেন। বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে দিয়ে বাংলার উন্নয়ন চলছে। কেন্দ্রের জানা উচিত চক্রান্ত করেও বাংলার উন্নয়ন আটকানো যাবে না। যে খায় চিনি তাকে জোগায় চিন্তামণি। বাংলা বলায় গ্রেফতার করা হচ্ছে, এ-ভাষা রবি ঠাকুর, নজরুল, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা। প্রয়োজনে আবার ভাষা আন্দোলন হবে। ৩৩ কোটি দেবদেবী আমাদের। বিজেপি ধর্মকে সামনে রেখে রাজনীতি করে। অযোধ্যাতেও বিজেপি হেরেছে। আমরা এগিয়ে যাব, কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না।

আদিবাসীরা এরাজ্যে সুরক্ষিত

● **বীরবাহা হাঁসদা** (মন্ত্রী)

আমি একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে বলতে চাই, দেশের বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে নিয়মিতভাবে আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। তাঁদের ধর্ষণ করা হচ্ছে, জমি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। তাঁদের কোনও সম্মান দেয় না বিজেপি। কিন্তু এ রাজ্যে আদিবাসী মানুষ সম্মানের সঙ্গে বেঁচে আছেন। তাঁদের ধর্ম, ভাষা নিয়ে ভাল আছেন। এর জন্য আমরা বাংলাকে নিয়ে গর্বিত। এর কৃতিত্ব শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি অলচিকি ভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। সারি ও সারণা ধর্ম নিয়ে রাজ্য বিধানসভায় আইন পাশ করিয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সেই আইন এখনও আটকে রেখে দিয়েছে। এরা যে আদিবাসী-বিরোধী তা এতেই প্রমাণিত। বিজেপি ইউনিফর্ম সিভিল কোড চালু করে আদিবাসীদের অধিকার খর্ব করতে চায়। তাই আদিবাসীদের বলব, আপনারা গর্জে উঠুন। ছাব্বিশের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্ত করুন।

বাংলার মানুষ রক্ত ঝরাতে পারে

● **মমতাবালা ঠাকুর** (সাংসদ)

সকলকে ধন্যবাদ। আমার সৌভাগ্য এই মঞ্চে বলার সুযোগ পাওয়া। শহিদদের প্রণাম জানাই। বাঙালিদের বাংলা বলা অপরাধ বলে মনে করে বিজেপি নেতারা। মতুয়াদের বাঙালি বলে গ্রেফতার করা হচ্ছে। বাঙালি ভারতবর্ষকে পথ দেখিয়েছে। এর জবাব দিতে হবে ভোটের মাধ্যমে। বাঙালির মর্যাদাকে নিয়ে লড়াই। বাংলার জবাব বাঙালিরাই দেবে। ২১ জুলাই সারা দেশ জুড়ে পালন করা উচিত। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে টাকা নিচ্ছেন মতুয়াদের কাছ থেকে। নাগরিকত্ব দেওয়ার নামে বিজেপি ভাগাভাগির রাজনীতি করছে। বিজেপি বাঙালিদের বিতাড়িত করার জন্য আইন তৈরি করেছে। আমি মনে করি বাংলার মানুষ রক্ত ঝরাতে পারে। বিজেপি জেনে রাখো, বাঙালিরা এক-একজন রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। শাহ-মোদিকে বিতাড়িত করতে গেলে ডিএনএ টেস্ট করান।

জোড়া ফুলের টিকিটেই জিতব

● **ললিতেশ ত্রিপাঠী** (তৃণমূল নেতা, উত্তরপ্রদেশ)

এই সভা থেকেই আমাদের বিজেপিকে হটানোর শপথ নিতে হবে। দেশের যুব প্রজন্ম তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে। তিনিই দেশকে সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারবেন। আগামী লোকসভা নির্বাচনে জোড়াফুলের টিকিটেই আমি সংসদে যাব। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের জোড়ার কাজ করেছেন। আমি দুঃখিত, এখনও বাংলা শিখতে পারিনি। কিন্তু আগামী দিনে শিখে নেব। তবে আমি গর্বিত যে আমি একমাত্র উত্তরপ্রদেশ থেকে তৃণমূলের টিকিটে লড়েছিলাম। জিততে পারিনি। সেই দায় দলের বা দলনেত্রীর নয়, সেই দায় আমার। আমি কথা দিচ্ছি, আগামী লোকসভা নির্বাচনে জোড়াফুলের টিকিটে জিতে সংসদে যাব। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বিজেপিকে হঠিয়ে দেশের নেতৃত্ব দেওয়ায় যোগ্যতম ব্যক্তি। তিনি যেভাবে লড়াই করছেন, বাংলার উন্নতি করেছেন, তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে দেশের যুব প্রজন্ম। ২০২৯-এ এই স্বৈরাচারী বিজেপি সরকারকে সরাতে পারলেই এই শহিদদের সত্যিকারের শ্রদ্ধাঞ্জলি দেওয়া হবে।

নেত্রীই পথ দেখাচ্ছেন গোটা দেশকে

● **মুকুল সাংমা** (বিধায়ক, মেঘালয়)

এক অভূতপূর্ব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমাদের দেশ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের পথেই মোকাবিলা করতে হবে এই চ্যালেঞ্জের। জাতীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিতে হবে লড়াইয়ের শপথ। এই লড়াই সত্যের পক্ষে, শর্তহীন ভালবাসার জন্য। এই উদ্দেশ্যেই আজ আমরা মিলিত হয়েছি সবাই। উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষের কাছে বাংলা এবং কলকাতা সেকেন্ড হোম। আত্মিক যোগ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এবং ভালবাসার শক্তিই প্রতিফলিত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার প্রগতির মধ্যে দিয়ে। পথ দেখিয়েছে গোটা দেশকে। আজ বিজেপির গোপন অশুভ চক্রান্তকে পরাজিত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একজোট হয়ে লড়াইয়ে শামিল হওয়ার সময় উপস্থিত।

অসমের মানুষও দলনেত্রীকে চায়

● **সুস্মিতা দেব** (সাংসদ, অসম)

একুশে জুলাইয়ের মঞ্চে আমি কথা বলার সুযোগ পেয়ে গর্বিত। এর জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। যেদিন থেকে কেন্দ্রে মোদি সরকার এসেছে সেদিন থেকে গোটা দেশের সঙ্গে অসমে ভেদাভেদের রাজনীতি শুরু হয়েছে। আদিবাসীদের মধ্যে ভেদাভেদ, বাঙালি, অসমিয়াদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে এই সরকার। আমরা এনআরসি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু ৬ বছর ধরে আমরা শুধু কাগজ দেখিয়েছি। তার পরও কিছু হয়নি। দেশের সবচেয়ে বড় ডিটেনশন ক্যাম্পটি রয়েছে অসমে। ১৯ লক্ষ মানুষের নাম বাদ গিয়েছে এনআরসির তালিকা থেকে। এই বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মতো অসমেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চাই।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

22 July, 2025 • Tuesday • Page 7 || Website - www.jagobangla.in

৭
২২ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

কেন্দ্রের বঞ্চনা, মুখ্যমন্ত্রীর জয়গান
কণ্ঠে নিয়ে জনস্রোত মিশল সভাস্থলে

প্রতিবেদন : কারও টুপিতে লেখা, বাঙালি হেনস্থা মানছি না, মানব না। কারও হাতে লক্ষ্মীর ঝাঁপি। একদল মহিলা এসেছেন, হাতে জগন্নাথদেবের কাঠের মূর্তি। কেউ আবার মাথা ও মুখ রাঙিয়েছেন জোড়া ফুল চিহ্নে। কপালে লেখা, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিটি প্রকল্পের মডেল নিয়ে এবং বিজেপির বাংলা বিদ্বেষের তীব্র প্রতিবাদের স্লোগান তুলে এভাবেই জনস্রোত মিশল ধর্মতলার একুশের সভাস্থলে। সোমবার আকাশে মেঘ ছিল না। আগুনঝরা রোদ মাথায় নিয়েই কাতারে কাতারে মানুষের ভিড় এদিন দেখা গেল মহানগরীর রাজপথে। যেদিকেই চোখ যায় শুধুই তৃণমূলের প্রতীক দেখা গিয়েছে। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে

বাবুঘাট, হাওড়া ব্রিজ— প্রত্যেকটি রাস্তা দিয়েই উত্তর থেকে দক্ষিণের জেলা, শহর কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী জায়গাগুলিতে মানুষ এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাতে। এসবের মধ্যেই নজর কাড়ল একটি দৃশ্য, সভাস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া এক মা বুঝিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রীই এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। ওই মহিলার কোলে ছোট্ট শিশু আর এক হাতে তৃণমূলের পতাকা। কণ্ঠে মুখ্যমন্ত্রীর জয়গান। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কয়েক হাজার মানুষ এগিয়ে চলেছেন সভাস্থলের উদ্দেশে। এখানেও হঠাৎ করে থমকে গেলেন সকলে। মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাতে তাঁরই মতো নিজেকে সাজিয়েছেন এক মহিলা। উন্নয়নের খতিয়ান হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন তিনি। শুধু নানা রঙের ২১ জুলাই নয়, সভা ঘিরে মানুষের উন্মাদনা প্রমাণ করেছিল মেট্রো থেকে বাস, লঞ্চে উপচে পড়া ভিড়ে। এত মানুষ এসেছেন রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে কিন্তু প্রশাসনের ব্যবস্থায় কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। জরুরি পরিস্থিতির জন্য ছিল মেডিক্যাল ক্যাম্প, পর্যাপ্ত অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থা। নেত্রীর বক্তৃতা যেন প্রতিটি কর্মী, সমর্থক, সাধারণ মানুষ ভাল করে দেখতে এবং শুনতে পান তাই প্রত্যেক মোড়ে ছিল জায়ান্ট স্ক্রিন। ২১-এর আবেগে ভেসে সমাবেশ শেষে ফেরার পথে প্রত্যেকের মুখে ছিল একটি কথা, বাংলা ও বাঙালির পাশে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর তাঁর বাংলার প্রতিটি মানুষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

22 July, 2025 • Tuesday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in

শুধু শরতে নয়, দুর্গা দর্শন সারা বছরই ■ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

বাংলায় এবার তৈরি হবে দুর্গাঙ্গন

প্রতিবেদন : দুর্গাপুজো বাঙালির আবেগ। বছরের ওই পাঁচটা দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকে আপামর বাংলা, বাঙালি। কিন্তু এবার প্রত্যেক দিনই হবে দুর্গাদর্শন। সেই ব্যবস্থাই করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকে তিনি ঘোষণা করলেন জগন্নাথধামের মতোই বাংলায় হবে দুর্গাঙ্গন। অর্থাৎ কেবল শরতের বিশেষ সময় নয়, যে কোনও সময়, যে কোনও দিন দেখা যাবে দুর্গাঠাকুর। তৃণমূল সুপ্রিমো এদিন বলেন, মা দুর্গা আমাদের জাতীয় সম্পদ। জগন্নাথধাম যেমন করে দিয়েছি, আগামী দিন জগন্নাথধামের অনুকরণে একটা দুর্গাঙ্গন আমি বাংলায় করে দেব। সারাবছর যাতে বাংলার মানুষ আসতে পারে, দেখতে পারে।

ভোটের আগে মা দুর্গা, মা কালীকে নিয়ে রাজনীতি করতে নেমেছে বিজেপি। এখন তাদের মুখ থেকে জয় 'শ্রীরাম' স্লোগান সরে গিয়ে দুর্গা, কালীর নামে স্লোগান বেরচ্ছে। এই নিয়েও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল সুপ্রিমো। নেত্রী সরাসরি বিজেপিকে নিশানা করে বলেন, একটা বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার কী ফল পেয়েছিলেন মনে আছে তো? যে অত্যাচার মহারাষ্ট্রে মতুয়াদের থেকে শুরু করে রাজবংশীর উপর— অসমে মা কালীর মন্দির ভেঙে দেওয়া হয়েছে। আজ যদি বাংলায় মা কালীর মন্দির ভাঙা হত, তাহলে আপনারা কী করতেন? ডান্স বাংলা ডান্স করতেন? আগে আপনারা বলতেন মমতা দুর্গাপুজো, সরস্বতীপুজো করতে দেয় না। আর ইলেকশনের সময় হঠাৎ করে মা দুর্গার কথা মনে পড়ল!

রাম-বাম-শ্যামকে একযোগে আক্রমণ

প্রতিবেদন : ঐতিহাসিক একুশের শহিদ সমাবেশ থেকে বাংলা ভাষাকে রক্ষার দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী রাম-বাম-শ্যামকে একযোগে আক্রমণ শানালেন তৃণমূলনেত্রী। একুশের জনপ্লাবনের সামনে গর্জে উঠলেন কেন্দ্রের লাগাতার বঞ্চনা নিয়েও। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে বঞ্চনার জবাবে ধুয়ে দিয়ে নেত্রী বলেন, ১০০ দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়ে, প্রাপ্য টাকা না দিয়ে কী ভেবেছিলেন? বাংলা করতে পারে না? আমরা পেরেছি। কেন্দ্রের শত বঞ্চনা সত্ত্বেও তৃণমূল সরকার বাংলার মানুষের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আর বিজেপি বলছে, পরিবর্তন হলে নাকি বাংলায় উন্নয়ন করে দেবে! দিল্লিতে আপনারা ১১ বছর ধরে আছেন, সেখানে কী উন্নয়ন করেছেন? বছরে ২ কোটি চাকরির ভাঁওতা দিয়েছেন। আর বলছেন বাংলায় উন্নয়ন করবেন!

বিজেপির পাশাপাশি হার্মাদ বামপন্থীদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আক্রমণ— বামপন্থীদের কথা ছেড়েই দিন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা টাকা ঢেলে বসে আছে। নরকঙ্কালের সরকার বাংলাটাকে শেষ করে দিয়েছিল। যারা বাংলাকে ক্ষতবিক্ষত করেছে, তাদের আমরা সম্মান করি না অসম্মানও করি না। বাংলার মানুষই এর জবাব দেবে। জগাই-মাধাই-গদাইদের বিরুদ্ধে লড়াই চলছে চলবে। দলনেত্রীর আরও সংযোজন, মনে আছে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কথা? মনে আছে একুশে জুলাইয়ের আন্দোলনের কথা? যাঁরা জানেন না, আমার লেখা বইগুলো পড়ুন। তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম এমনি-এমনি হয়নি, অনেক লড়াইয়ের ফসল। যত কুৎসা করবেন, তৃণমূলের ভিত আরও শক্তিশালী হবে! তৃণমূলকে শেষ করা অত সহজ নয়। যাঁরা কুৎসা করছেন, তাঁরা শূন্য থেকে মহাশূন্যে পৌঁছে যাবেন।

আর জল নয়, চোখ থেকে আগুন বেরবে : দলনেত্রী

প্রতিবেদন : প্রত্যেকবারেই দেখা যায় একুশে জুলাই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হয়। আর সেই বৃষ্টিতেই ভিজে কর্মী-সমর্থক-অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এবারেও পূর্বাভাস ছিল তেমনটাই। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছিল বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হবে। কিন্তু সেই সমস্ত অনুমান মিথ্যে করে দিয়ে এবারের একুশে জুলাই থাকল একেবারে রোদ ঝলমলে। তবে কেন এবার বৃষ্টি হল না? তার ব্যাখ্যা অবশ্য দিলেন তৃণমূল নেত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, এবার কেন বৃষ্টি হয়নি বলুন তো? এবার নতুন খেলা শুরু হয়েছে। সূর্যদেব বলছে, চোখ দিয়ে জল নয়, চোখ দিয়ে আগুন বেরবে সেই জন্য এবার বৃষ্টি হয়নি। সেই আগুনে যারা কুৎসা করছে, অপপ্রচার করছে তাদের ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে তৃণমূল কংগ্রেস জবাব দেবে।

এদিনের একুশে জুলাইয়ের মঞ্চ থেকেই আগামী বছরের ভোটের দামামা বাজিয়ে দিলেন তিনি। বিজেপিকে আগামী নির্বাচনে ক্লিন বোল্ড করতে হবে বলে সাফ জানালেন তৃণমূল সুপ্রিমো। বললেন, এবার খেলায় বোল্ড আউট করতে হবে। একেবারে ছক্কা মারতে হবে।

মনে হচ্ছে স্বর্গে রয়েছি, তৃণমূলে ঘরওয়াপসির পর রূপাঞ্জনা মিত্র

প্রতিবেদন : ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনের পরেই দিল্লি গিয়ে পদ্ম শিবিরে যোগদান করেছেন রূপাঞ্জনা মিত্র। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই ভুল ভাঙে। এদিন ২১ জুলাইয়ের মঞ্চে আবার তৃণমূলে যোগদান করলেন তিনি। মঞ্চে ফিরে এসে খোলা বাতাস পেলেন বলে জানান তিনি। রূপাঞ্জনা বলেন, কতদিন পর খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নিচ্ছি। জল্পনা আগে থেকেই ছিল, বেশ কয়েকজন টলি তারকা এদিন যোগদান করতে পারেন। এদিন সেই জল্পনাই সত্যি করে রূপাঞ্জনা আবার ফিরে এলেন তৃণমূলে। ডিসেম্বরেই যদিও তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তৃণমূলে ফেরার। সেই সময় বিস্ফোরক হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, পদ্ম শিবির থেকে তাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অপদস্থ করার। তাতে সম্মতি প্রকাশ করেননি তিনি। আর সেই কারণেই বিজেপির সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয় তাঁর। ঘরওয়াপসির পর এদিন তিনি বলেন, মনে হচ্ছে স্বর্গে রয়েছি। বছর পাঁচেক রেজিমেন্টেড দলে কাটানোর পর আবার দিদির কাছে ফিরলাম। প্রত্যাবর্তন করে মনে হচ্ছে কতদিন পর খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিচ্ছি। কিছু সমস্যা থাকলেও তা মিটে গিয়েছে। রূপাঞ্জনা ছাড়াও এদিন শ্রাবন্তীও পুনরায় তৃণমূলে ফিরে আসেন।

একটা একুশে জুলাই ১০টা ব্রিগেডের সমান

প্রতিবেদন : প্রত্যেকবারই ভিড়ের নিরিখে নিজের রেকর্ড নিজে ভাঙে ২১ জুলাই। এবারেও অক্ষত রইল সেই ধারা। পাখির চোখে যতদূর পর্যন্ত দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত শুধু ভক্ত-কর্মী-অনুরাগীদের ভিড়। আর এবারের একুশে জুলাই ছিল ১০টা ব্রিগেড সমাবেশের সমান। ধর্মতলা চত্বরে নেমেছিল জনসমুদ্র। আর এই জনপ্লাবনে আবেগাপ্লুত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন জননেত্রী বলেন, আজকের ২১ জুলাই ১০টা ব্রিগেডের সমান। আমার সামনে একটা ব্রিগেড, মঞ্চের পেছনে একটা ব্রিগেড। পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত যতদূর চোখ যায় শুধু মানুষের কালো মাথা। গরম উপেক্ষা করেই মানুষের এই ঢল দেখে উচ্ছ্বসিত তৃণমূল সুপ্রিমো। এদিনের ভিড় দেখে উচ্ছ্বসিত অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনি জানান, ২৪-এর ২১ জুলাইয়ের ভিড়কে এই বছর ছাপিয়ে গেছে। প্রত্যেকবারেই এই রেকর্ড হয়। প্রতিবারের ভিড় প্রত্যেকবার ছাপিয়ে যায়। এবারেও সেই রীতি বজায় রেখে বাংলা সাক্ষী থাকল আরও এক আবেগের, ২১ জুলাইয়ের।

উত্তমকে পাশে নিয়ে বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপিকে হুঙ্কার

প্রতিবেদন : কোচবিহার থেকে কলকাতায়, ধর্মতলার একুশে সমাবেশ মঞ্চে এনআরসির নোটিশ পাওয়া উত্তমকুমার ব্রজবাসী। দেখা করলেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও। বংশ পরম্পরায় কোচবিহারে বাসিন্দা হয়েও অসমের ফরেনার্স ট্রাইব্যুনালের তরফে এনআরসি-র চিঠি পাওয়া উত্তমকুমারকে পাশে নিয়ে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র হুঁশিয়ারি ছুঁড়ে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা ভাষা ও বাঙালিকে হেনস্থা ও অপমানের বিরুদ্ধে গর্জে উঠলেন নেত্রী। ঐতিহাসিক একুশের শহিদ সমাবেশ থেকে বিজেপির স্বৈরাচারী এনআরসি নীতির বিরুদ্ধে দলনেত্রী হুঙ্কার দিয়ে বলেন, বাংলা বললেই বাংলাদেশি তকমা!

বাঙালিদের হেনস্থা বন্ধ করুন! আমরা এনআরসি মানব না! এই আইন বাতিল করাবই!

উত্তমকুমার ব্রজবাসীকে অসম সরকারের পাঠানো এনআরসি নোটিশ প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে বিজেপিকে নেত্রীর কড়া ভাষায় কটাক্ষ, বাংলায় কথা বলায় জেলে ভরছেন, মানুষ ভবিষ্যতে আপনাদের জেলে ভরবে! অন্তত একহাজার মানুষ ডিটেনশন ক্যাম্পে বন্দি। এটা চলতে পারে না। তিনি আরও বলেন, রাজবংশী ও মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষদের ভোট চাইলে, তাঁদের নিরাপত্তাও দিতে হবে। ভোটের পর বাঙালিদের উপর অত্যাচার বন্ধ না হলে দিল্লি পর্যন্ত আন্দোলনের রেশ ছড়িয়ে যাবে। সাফ বার্তা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

রাজ্য

22 July, 2025 • Tuesday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
২২ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

একুশের মহাসমাবেশে নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ ও তারকাদের জমায়েত

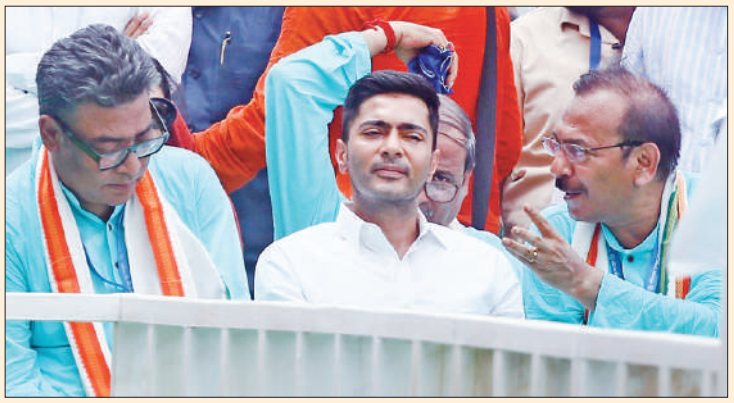

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ঐতিহাসিক সুশৃঙ্খল সমাবেশ ■ ‘ফুল মার্কস’ দিল হাইকোর্ট

চ্যাম্পিয়ন কলকাতা পুলিশ

প্রতিবেদন : একুশের ঐতিহাসিক শহিদ সমাবেশের দিনও শহরের যান চলাচল নিয়ন্ত্রণে চাম্পিয়ন কলকাতা পুলিশ। সোমবার সকাল থেকে কলকাতার রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক ও সচল রাখার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে ‘ফুল মার্কস’ পেল কলকাতা পুলিশ। একুশে জুলাইয়ের শহিদ সমাবেশ নিয়ে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, সমাবেশের জন্য যেন মহানগরীতে যানজট না হয়। সমাবেশ শুরুর আগে যান চলাচল সচল-স্বাভাবিক রাখার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। সেই নির্দেশমতোই এদিন সকাল ৯টা থেকে ১১টা পর্যন্ত কলকাতার রাস্তায় যান চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য যাবতীয় সমস্তরকম ব্যবস্থা নিয়েছিল কলকাতা পুলিশ। ট্রাফিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা নিজে সারা কলকাতা চষে বেড়িয়েছেন। আর পুলিশের সেই কাজের প্রশংসা করেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। জানান, পুলিশ ভাল কাজ করেছে। সুষ্ঠুভাবে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। এক আইনজীবী আদালতে জানান, সাধারণত নিউ আলিপুর থেকে হাইকোর্ট পৌঁছতে ২০ থেকে ২৫ মিনিট সময় লাগে। এদিনও সেই সময়ই লেগেছে। বিচারপতিও জানান, রাস্তায় ট্রাফিকের কোনও সমস্যা নেই। যাতায়াতে স্বাভাবিক সময়ই লেগেছে।

ভাষা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে

(প্রথম পাতার পর)

আপনাদের যে আইন তা আমরা বদলে দেব। বাংলা ভাষায় কথা বলার জন্য লোকেদের ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়েছে, আমাদের কাছে পুরো তথ্য আছে। আমরা সব ভাষাকে সম্মান করি। কিন্তু আপনি বাংলা ভাষার উপর সন্ত্রাস কেন চালাচ্ছেন! বাংলা স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছিল, বাংলা নবজাগরণ ঘটিয়েছিল। বাংলা যা পারে আর কেউ তা পারে না। তাই মনে রাখবেন বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাঁটি। এদিন ১৯৯৩ সালের আন্দোলনকে মনে করিয়ে ২০২৫-এর মঞ্চে নেত্রী বলেন, একুশে জুলাই নো আইডি কার্ড নো ভোট— এই আন্দোলন যদি না হত আজকে আপনারা ভোটার আইডি কার্ড পেতেন না। সেদিন এই রাস্তায় রক্ত ঝরেছিল। ১৩টি অমূল্য প্রাণ তাদের জীবন দিয়ে গণতন্ত্রকে জিতিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আজকের যাঁরা ছাত্রযৌবন তাঁরা জেনে রাখুন, অনেক সংগ্রাম পেরিয়ে, অনেক অত্যাচার সহ্য করে আজ এই জায়গায় এসে পৌঁছেছি।

আধ ঘণ্টায় সাফ ধর্মতলার সভাস্থল

■ সাফাই অভিযানে কলকাতা পুরসভার কর্মীরা।

প্রতিবেদন : আবারও একটা ঐতিহাসিক একুশে। আবারও ধর্মতলার জনসমুদ্র ভেঙে দিল অতীতের সব রেকর্ড। কলকাতায় আছড়ে পড়ল গোটা বাংলার লক্ষাধিক তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের ভিড়। কিন্তু তাতেও থমকাল না শহরের জনজীবন। লক্ষ মানুষের ভিড় সামলেও শহরের রাজপথে সচল রইল যান চলাচল। সকাল থেকে হাওড়া, শিয়ালদহ, কলকাতা স্টেশন-সহ শ্যামবাজার, হাজরা থেকে হাজার হাজার মানুষের ধর্মতলামুখী জনস্রোত সত্ত্বেও সকাল ১১টা পর্যন্ত সারা কলকাতার পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল সচল-স্বাভাবিক। আবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ সভা শেষের আধঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ঘেরাটোপ তুলে নিয়ে শহরের প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে যান চলাচল চালু করে দেওয়া হয়। একইসঙ্গে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্যের শেষে সভা ভাঙলেই ধর্মতলা চত্বরে নেমে পড়েন কলকাতা পুরসভার প্রায় ৩০০ সাফাইকর্মী। সভাস্থল থেকে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গোটা ধর্মতলা এলাকায় যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে সাফাই অভিযান চালায় পুরসভার জঞ্জাল সাফাই, কঠিন বর্জ্য বিভাগের কর্মীরা। অন্যদিকে, সমাবেশ শেষেও একুশের শহিদ স্মরণে আসা লক্ষাধিক দলীয় কর্মীদের সাবধানে বাড়ি ফেরার জন্য সবরকম বন্দোবস্ত করা হয় তৃণমূলের তরফে। দূর-দূরান্তের যে কর্মী-সমর্থকরা সোমবার ফিরবেন না, মঞ্চ থেকেই রাতের জন্য তাঁদের থাকা-খাওয়ার যাবতীয় বন্দোবস্ত করার নির্দেশ দেন তৃণমূলনেত্রী। রাজ্যের তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, ফিরহাদ হাকিম ও সুজিত বসুকে বিষয়টি দেখে নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর যাঁরা ফিরে যাবেন, তাঁদের জন্য ব্যবস্থা করা হয় প্রয়োজনীয় বাস-গাড়ির। শিয়ালদহ, হাওড়া ও কলকাতা স্টেশনেও তৈরি করা হয় একাধিক সহায়তা কেন্দ্র।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

22 July, 2025 • Tuesday • Page 11 || Website - www.jagobangla.in

১১
২২ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

ধামাখালির গেস্ট হাউস থেকে ১০ কোটি টাকার নকল নোট-সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে সন্দেশখালি থানার পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে তিস্তা সেন নামে এক মহিলাকে ধরা হয়, সে নকল টাকা ঢুকিয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতারণা করত

আজিজুল প্রয়াত শোক মুখ্যমন্ত্রীর

প্রতিবেদন : প্রয়াত হলেন নকশালপন্থী আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা, প্রাবন্ধিক, কবি আজিজুল হক। দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন। সোমবার

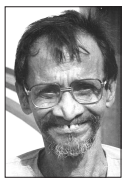

দুপুরে প্রয়াত হন। বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। একুশে জুলাইয়ের তুমুল ব্যস্ততার মধ্যেও আজিজুলের মৃত্যুর খবর পেয়ে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সমাজমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'আজিজুল হক একজন লড়াকু, সংগ্রামী নেতা ছিলেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে তিনি কখনও মাথা নত করেননি।' আজিজুলের পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। আজিজুলের কন্যা জানিয়েছেন, বাড়িতে পড়ে গিয়ে কিছুদিন আগে তাঁর হাত ভেঙে যায়। সল্টলেকের এক বেসরকারি হাসপাতালে রবিবার ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারের পর তিনদিন ভাল থাকলেও পরে অবনতি হতে থাকে। শনিবার রাতে আইসিইউ-তে এবং রবিবার রাতে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। চিকিৎসকদের সব চেষ্টা ব্যর্থ করে সোমবার দুপুর দুটো ২৮ নাগাদ প্রয়াত হলেন। ভারতে নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রধান সংগঠক চারু মজুমদারের মৃত্যুর পরে তিনিই ছিলেন দ্বিতীয় কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধান। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম মুখ আজিজুলের জন্ম ১৯৪২ সালে, হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার রণমহল গ্রামে। বিশাল জমিদারি ছিল তাঁদের। অবশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িয়ে নিজের বাবার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখিয়ে গরিবদের মধ্যে জমি বিলিয়ে দিয়েছিলেন আজিজুল। ১৮ বছর জেলেই কেটেছে তাঁর। জেলে বসেই লিখেছিলেন, 'কারাগারে ১৮ বছর'।

সভাফেরত মৃত্যু

প্রতিবেদন : একুশে জুলাই কলকাতার সভা থেকে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে। নাম মধুসূদন পাল (৭০)। বাড়ি পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসা থানার বিদবিহারের বেতায়। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা বাসভাড়া করে ধর্মতলায় যান। সভা শেষে বাসে বাড়ি ফিরছিলেন। শক্তিগড়ে বাস থেমেছিল। মধুসূদন বাস থেকে নেমে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়ক পেরিয়ে ল্যাংচার দোকানে মিষ্টি কিনতে যাওয়ার সময়ই একটি সরকারি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে। ছিটকে পড়েন মধুসূদন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু।

অবমাননা মামলায় বিকাশদের ধুয়ে দিল সুপ্রিম কোর্ট

আদালত রাজনীতির জায়গা নয়

প্রতিবেদন : আদালত রাজনীতির জায়গা নয়। আদালতকে রাজনৈতিক আঙিনায় পরিণত করার চেষ্টা করবেন না। রাজনৈতিক যুদ্ধ অন্য কোথাও করুন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলাকারী এবং তাঁর আইনজীবীকে এই ভাষাতেই তীব্র ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে শুনানি ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলার। এই মামলার প্রেক্ষিতেই মামলাকারীর উদ্দেশ্যে প্রধান বিচারপতি বি আর গাভাইয়ের কড়া সতর্কবার্তা, রাজনৈতিক যুদ্ধ অন্য কোনও প্ল্যাটফর্মে করুন। আদালতকে রাজনৈতিক আঙিনায় পরিণত করার চেষ্টা করবেন না। রাজ্যে বেকারদের জন্য যত প্রকারে নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করেছে বাংলার সরকার, ততবার বিরোধীরা নানাভাবে মামলা করে সেই নিয়োগ প্রক্রিয়া আটকানোর পথে হেঁটেছে। শিক্ষক নিয়োগ

মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সব নির্দেশ মেনে যখন রাজ্য নিয়োগ প্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করে ফেলেছে তখন ফের সেই প্রক্রিয়াকে আটকাতে আদালত অবমাননা মামলা নিয়োগে আন্তরিকভাবে তৎপর বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেই। তবে এসব কিছুর নেপথ্যেই যে আসলে রাজনৈতিক অভিসন্ধি, তা এবার স্পষ্ট দেশের শীর্ষ আদালতে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলায় সোমবার প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে ভর্ৎসিত খোদ মামলাকারী।

একটি দাতব্য সংগঠন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত আবমাননা মামলা দায়ের করেন বিচারের পর্যবেক্ষণের বিরুদ্ধে তাঁর বক্তব্য পেশের দাবি তুলে। সোমবার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বি আর গভাই ও বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের বেঞ্চে সেই মামলার শুনানিতে মামলাকে আরও জটিল করার চেষ্টা চালান মামলাকারীর আইনজীবী। প্রথমেই প্রধান বিচারপতি প্রশ্ন তোলেন, কেন এই মামলা। সেখানেই মামলাকারীর পক্ষে বর্ষীয়ান আইনজীবী মণিন্দর সিং সওয়াল করেন মামলায় আরও সময়ের জন্য। তিনি দাবি করেন, ইতিমধ্যেই তিনি অ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে অবমাননার মামলার অনুমতি চাওয়া হয়েছে।

সেখানেই প্রধান বিচারপতি মামলাকারীকে প্রশ্ন করেন, আপনার কি ধারণা আপনি অনুমতি পেয়ে যাবেন? আদালতের সামনে কোনওভাবে রাজনীতি করার চেষ্টা করবেন না। আপনার রাজনৈতিক লড়াই আপনি অন্য কোথাও লড়ুন। এই মামলা চার সপ্তাহ পরে ফের শুনানির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রয়াত অচ্যুতানন্দন

প্রতিবেদন : প্রয়াত কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দন। সোমবার দুপুরে তিরুবনন্তপুরমের একটি বেসরকারি হাসপাতালে তাঁর

মৃত্যু হয়। তাঁর প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক্স হ্যান্ডেলে তৃণমূলনেত্রী লিখেছেন, কেরলের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা ভি এস অচ্যুতানন্দনের পরিবার, বন্ধু এবং সহকর্মীদের প্রতি আমি সমবেদনা জানাই। প্রবীণ নেতার মৃত্যু জনজীবনে শূন্যতা তৈরি করবে। প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরেই বার্ধক্যজনিত অসুস্থতায় ভুগছিলেন অচ্যুতানন্দন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স ১০১ বছর।

এসএসসি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় রাজ্যের, বহাল ২০২৫-এর নয়া নিয়োগবিধি

প্রতিবেদন : এসএসসির ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগবিধিকে চ্যালেঞ্জ করে দায়ের করা মামলায় সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় রাজ্য সরকারের। বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের দায়ের করা ওই মামলার কোনও গ্রহণযোগ্যতা নেই— সাফ জানিয়ে দিল বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ। শীর্ষ আদালতে বহাল থাকল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের রায়। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করবে না সুপ্রিম কোর্ট। মামলাকারীদের উদ্দেশে সোমবার বিচারপতি কুমারের প্রশ্ন, আপনারা কারা? যোগ্য না অযোগ্য? অযোগ্যদের তো বার করে দেওয়া হয়েছে। এর পর তাঁর মন্তব্য, আমরা কোথাও বলিনি যে আগের বিধি মেনেই নিয়োগপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে। আমাদের রায় দেখুন। আমরা বলেছি নতুন নিয়োগপ্রক্রিয়া শুরু করতে। কোনও বিধির কথা বলিনি। এসএসসি একটি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা। এই অবস্থায় নিয়োগ নিয়ে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহেই হাইকোর্টের বিচারপতি সৌমেন সেন এবং বিচারপতি স্মিতা দাসের ডিভিশন বেঞ্চ এই সংক্রান্ত সকল মামলা খারিজ করে দেয়। এরপর সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের একাংশ সুপ্রিম কোর্টে যায়। সোমবার সেই মামলার শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্ট পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, তারা মামলাটি গ্রহণ করছে না।

এদিন মামলার গ্রহণযোগ্যতা নেই শুনে আবেদনকারীদের পক্ষের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য মামলাটি প্রত্যাহারের অনুমতি চান কিন্তু, তাও খারিজ করে ডিভিশন বেঞ্চ কড়া ভাষায় জানায়, সর্বোচ্চ আদালত ভাগ্য পরীক্ষার জায়গা হতে পারে না। এতক্ষণ শুনানির পর আমরা প্রত্যাহারের অনুমতি দিতে পারি না। কোথাও একটা গিয়ে এটা থামা দরকার।

সমাবেশ থেকে ফেরার পথে অসুস্থ মহিলাকর্মী, দ্রুত ব্যবস্থা

সংবাদদাতা, হাওড়া : ধর্মতলায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশ থেকে ফেরার পথে সোমবার চলন্ত বাসের মধ্যেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আসা তৃণমূলের এক মহিলা কর্মী। হাওড়ার কোনা এক্সপ্রেসওয়ের গড়ফার কাছে ওই ঘটনাটি ঘটে। সেখানে একুশে জুলাইয়ের তৃণমূল কংগ্রেসের মেডিক্যাল ক্যাম্প অফিসের কর্মীরা তা জানতে পেরেই দ্রুত ছুটে আসেন। ওই ক্যাম্পে রাখা অ্যাম্বুল্যান্সে করেই ওই মহিলাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়।

ট্রাফিক পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে যানজট কাটিয়ে অসুস্থ ওই মহিলাকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অসুস্থ হয়ে পড়া ওই মহিলার নাম আসমা আরা বিবি। পূর্ব মেদিনীপুরের চণ্ডীপুর থানা এলাকার বাসিন্দা।

একুশের সভার পথে। জলপথ থেকে স্থলপথ। উচ্ছ্বসিত কর্মী-সমর্থকরা।

চাই বাঙালি প্রধানমন্ত্রী, স্লোগান সভায়

সংবাদদাতা, হুগলি : বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চাই। ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ থেকে এবার এমনটাই আওয়াজ উঠল। অর্থাৎ ছাব্বিশের নির্বাচনকে ছাড়িয়েও পাখির চোখ এখন দিল্লির মসনদ দখল করা। তাই একুশে জুলাইয়ের সভাতেই 'বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চাই' প্ল্যাকার্ড হাতে দেখা গেল অনুরাগীদের। সংখ্যালঘু ভোট, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের মতো প্রকল্প এবং বাঙালি অস্মিতাই শক্তি তৃণমূলের।

পূর্ব বর্ধমানের মেমারি থেকে এসেছিলেন বাসুদেব মণ্ডল। তাঁর হাতে 'বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চাই' পোস্টার। কেন এই পোস্টার নিয়ে ধর্মতলার সভায়? তৃণমূল কর্মী বাসুদেব বলেন, কেন্দ্র সরকার

বাংলা-বিদ্বেষী। বাংলাকে বঞ্চনা করছে প্রতিনিয়ত। তাই বাংলার মানুষ বাঙালি প্রধানমন্ত্রী চায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেই প্রধানমন্ত্রী দেখতে চায়। তবে শুধু বাসুদেববাবুই নন, মমতা-আবেগে শান দিয়ে দলে দলে মানুষ যোগ দিতে আসেন ২১ জুলাইয়ের সভামঞ্চের উদ্দেশ্যে। নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কর্মীরা সর্বধর্ম সমন্বয়ের বার্তা নিয়ে একুশে জুলাই সমাবেশে পৌঁছন।

১২
২২ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

আমার বাংলা

22 July, 2025 • Tuesday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জেলা পুলিশের তৎপরতায় ৭২ ঘণ্টায় ধৃত প্রেমিক-সহ ৪

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জেলা পুলিশের তৎপরতায় মাত্র ৭২ ঘণ্টার মধ্যেই মেটেলি ব্লকের শালবাড়ি এলাকার কিশোরী হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মূল অভিযুক্তরা গ্রেফতার হল। মেটেলি থানার আইসি মিংমা লেপচার নেতৃত্বে এক বিশেষ তদন্তকারী দল নিরলসভাবে কাজ করে সাফল্য অর্জন করে। ধৃতেরা হল সফিকুল ইসলাম, তাহিদুল ইসলাম, আফতার আলাম এবং রহিদুল ইসলাম। তদন্তে উঠে এসেছে নৃশংস ঘটনা ও চক্রান্তের তথ্য। অভিযুক্ত সফিকুল কিশোরীকে টাকার লোভ দেখিয়ে নির্জন পাটখেতে ডেকে আনে। সেখানে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী

শালবাড়িতে কিশোরী খুন

■ ধৃতদের তোলা হচ্ছে আদালতে।

গলায় ওড়না পেঁচিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনার সময় সেখানে ছিল তার ছেলে তাহিদুল, কিশোরীর খুড়তুতো দাদা রহিদুল এবং বন্ধু আফতার। চারজন মিলে এই বর্বর হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে পুলিশি জেরায় স্বীকার করেছে। গত শুক্রবার সকালে ওই কিশোরীর মৃতদেহ উদ্ধার হয় শালবাড়ি এলাকার একটি পাটখেতের পাশ থেকে। কিশোরীর মা থানায় অভিযোগ দায়ের করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ তৎপর হয়। আর ঘটনার মাত্র তিনদিনের মাথায় চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। পুলিশের এমন দ্রুত পদক্ষেপে খুশি নিহত কিশোরীর পরিবার। তাঁদের একটাই দাবি, যেন এই নির্মম ঘটনার উপযুক্ত শাস্তি হয় এবং অভিযুক্তদের সর্বোচ্চ সাজা, অর্থাৎ ফাঁসির আদেশ দেয় আদালত।

মেলেনি চিকিৎসা, রেলের গাফিলতিতে ট্রেনে মৃত্যু

প্রতিবেদন: চলন্ত ট্রেনেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এক যাত্রী। হাতের কাছে থাকা রেলের হেল্পলাইনে ফোন করে সাহায্য চান। জরুরি চিকিৎসা প্রয়োজন বলে জানান। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন ওই যাত্রী। জানা যায় তিনি প্রাক্তন সেনাকর্মী। নাম মোহর সিং। আলিপুরদুয়ার স্টেশন পৌঁছতে চিকিৎসকরা অবশেষে আসেন। বছর ৪৬-এর ওই সেনাকর্মীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। রেলের গাফিলতির অভিযোগ তুলে তীব্র ক্ষোভ উগরে দেন ট্রেনের বাকি যাত্রীরা। সকলেই অভিযোগ করেন, সঠিক সময়ে চিকিৎসক এলে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটত না। প্রসঙ্গত, ওই প্রাক্তন সেনাকর্মী তিনসুকিয়া অমৃতসর এক্সপ্রেসে আম্বালা থেকে গুয়াহাটি যাচ্ছিলেন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছাড়ার পর হঠাৎ অসুস্থ বোধ করেন তিনি। সঙ্গে পরিবারের কেউ ছিলেন না। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানান চিকিৎসকেরা। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসক দেখার পর মৃতদেহ নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে নামানো হয়। সেখান থেকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হয়।

এই সব কারণে এদিন প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট দেরিতে ট্রেন ছাড়ে। তবে এক মহিলা যাত্রী জানিয়েছেন, অনেকক্ষণ অসুস্থ বোধ করছিলেন ওই ব্যক্তি। তবে ট্রেনে বা স্টেশনে কোনও চিকিৎসক দেখা যায়নি। নিউ আলিপুরদুয়ার স্টেশনে চিকিৎসক এলেও তিনি তখন আর বেঁচে ছিলেন না।

সুপারফ্লপ গদ্দারের সভা ফাঁকা মাঠে গলাবাজি

■ গদ্দারের সভার আসল চিত্র ধরা পড়ল ক্যামেরায়।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ভরল না মাঠ। শেষে ফাঁকা মাঠেই গলাবাজি করতে হল গদ্দারকে। ১০ হাজার মানুষের ভিড় হবে গলা চড়িয়েছিল বিজেপি। ১০ জনকেও দেখা গেল না মাঠের আশপাশে। সোমবার শিলিগুড়ির চুনাভাটির ফুটবল মাঠ দিল পুরোটাই ফাঁকা। চেয়ার থাকলেও লোক নেই। এমতাবস্থায় গদ্দারকে ফাঁকা মাঠেই গলাবাজি করতে হল। ক্যামেরায় সেই ছবি ধরা পড়েছে। ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়াতেও। আর এই দেখেই রীতিমতো কৌতুকের ঝড় বয়ে গিয়েছে। সকলেই একটাই মন্তব্য করছেন, বাংলা-বিদ্বেষী বিজেপিকে বাংলার মানুষ চাইছে না। ভবিষ্যতেও ফাঁকা মাঠেই সভা করতে হবে গদ্দারকে।

রিলস তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু

প্রতিবেদন : রিলসের নেশায় আবার প্রাণহানি। মোবাইল নিয়ে রিলস তুলতে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক যুবকের। সোমবার সকালে, মুর্শিদাবাদের সুজনিপাড়া রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। সোমবার সকালে মুর্শিদাবাদের সুজনিপাড়া এবং নিমতিতা রেল স্টেশনের মাঝামাঝি জায়গায় মোবাইল ফোন নিয়ে রিলস বানাচ্ছিল এক যুবক। সেই সময় লাইন দিয়ে পিছনের দিক দিয়ে আসছিল ডাউন মালদহ-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার। বারবার হুইসল দিলেও রিলস তোলায় ওই যুবক এত মগ্ন ছিল যে তা শুনতে পাননি। ট্রেনটির গতি তীব্র থাকায় চালক ব্রেক কষে থামাতে পারেননি। ট্রেনের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় যুবকের। দুর্ঘটনার জেরে বেশ কিছুক্ষণ ওই লাইনে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়। পরপর দাঁড়িয়ে যায় ট্রেন।

পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃতের নাম-পরিচয় কিছু জানা যায়নি। যুবক-যুবতীরা রিলস বানানোর নেশায় প্রাণের ঝুঁকি নিচ্ছে। ফলে অনেকেরই প্রাণ যাচ্ছে দুর্ঘটনায়। রেলের তরফে বারবার সর্তক করা হলেও নতুন প্রজন্ম শুনছে না বলে অভিযোগ। সস্তার জনপ্রিয়তা তাদের বিপদে ঠেলে দিচ্ছে বলে মত রেল আধিকারিকদের।

কলাবাড়িতে অধরা চিতাবাঘ বনকর্মীদের বিশেষ টহলদারি

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের আপার কলাবাড়ি চা-বাগানে গত শুক্রবার সন্ধ্যায় তিন বছরের আয়ুষকে বাড়ির সামনে থেকে তুলে নিয়ে যায় একটি চিতাবাঘ। কিছু সময় পরেই বাগানের ঝোপ থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় তার দেহ উদ্ধার হয়। বন দফতর দ্রুত চারিদিকে খাঁচা পেতে দিলেও বাঘটি অধরাই রয়েছে। পাশাপাশি নিহত শিশুর পরিবারকে আর্থিক সাহায্যও দেওয়া হয়েছে। বাঘটি অধরা বলে আতঙ্ক কমেনি। শনি ও রবিবারও ফের চিতাবাঘের দেখা মিলেছে। শনিবার বনকর্মীরা টহলদারির সময় দেখতে পান, আবার রবিবার সন্ধ্যার আগে স্থানীয়রা বাঁধ লাইনে বাঘটিকে দেখতে পান। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডায়না রেঞ্জের টহলদারি দল। তবে ততক্ষণে চিতাবাঘটি সেখান থেকে পালিয়েছে। বন দফতরের ডায়না ও বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের পক্ষ থেকে প্রতিদিন সকাল ও বিকেলে পালা করে বিশেষ টহলদারি চালানো হচ্ছে। ডায়নার রেঞ্জ অফিসার অশেষ পাল জানিয়েছেন, বাড়তি সতর্কতা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি স্থানীয়দের সচেতন করার কাজও চলছে।

■ কলাবাড়ি বাগানে বন দফতরের নজরদারি চলছে।

বিন্নাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার হিমাদ্রি দেবনাথ জানিয়েছেন, ইতিমধ্যেই তিনটি খাঁচা বসানো হয়েছে এবং টহলদারি দল নিয়মিত নজরদারি চালাচ্ছে। জলপাইগুড়ির মুখ্য বনপাল টি বিকাশ বলেন, এই পরিস্থিতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। মানুষের নিরাপত্তা ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের ভারসাম্য রক্ষা করাই বন দফতরের মূল লক্ষ্য।

শ্রাবণের প্রথম সোমবার মহাকাল মন্দিরে রেকর্ড ভিড়

কায়েশ আনসারি ● দার্জিলিং

কুয়াশা মাখা সকালে মন্দিরের বাইরে বিরাট লাইন। হাতে পুজোর থালা, মোমবাতি, দুধ-গঙ্গাজল নিয়ে হাজির হয়েছেন পর্যটকরা। তিন-চারঘণ্টা টানা পুজো চলল মন্দিরে। দার্জিলিং মহাকাল মন্দিরে এবারের ভিড় সব রেকর্ড ভাঙল বলেই জানালেন মন্দিরের পুজো কমিটির সদস্যরা। উল্লেখ্য, নেপালি সম্প্রদায়ের নিয়ম অনুযায়ী চলতি মাসের ১৭ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে শ্রাবণ। বাংলা ক্যালেন্ডারেও তাই। তবে ২১ জুলাই ছিল শ্রাবণ মাসের প্রথম সোমবার। রীতি মেনে স্থানীয়-সহ

■ মন্দিরে ভক্তদের ঢল। চলছে পুজো।

পর্যটকরাও হাজির হন মন্দিরে। শিলিগুড়ি থেকে অসম বিভিন্ন জায়গার পর্যটকরা ছিলেন। মহকাল মন্দিরে মহাদেবের দর্শন করতে সারাবছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। তবে বিশেষ দিন হিসাবে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রশাসনের ব্যবস্থাপনায় সুষ্ঠুভাবে পুজো সম্পন্ন হয়। উল্লেখ্য, পাহাড় সফরে এসে এই মন্দিরে বহুবার এসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যবাসীর মঙ্গল কামনায় প্রার্থনাও করেছেন তিনি। পাহাড়ে শুটিং করতে এসে তারকারাও একবার দর্শন করে যান মহাদেবের। বিশেষ দিনেও তাই ভিড় ছিল অন্যদিনের তুলনায় অনেকটাই বেশি।

ফাঁস লেগে মৃত বালক

সংবাদদাতা, মালদহ : বাড়ির উঠোনে সাইকেল চালানোর সময় মর্মান্তিক পরিণতির শিকার হল সাত বছরের এক বালক। উঠোনে টাঙানো দড়িতে গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু হল তার। ঘটনাটি ঘটেছে মালদহের ইংরেজবাজার থানার লক্ষ্মীপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত বালকের নাম মাসুম সাইন (৭)। পরিবার সূত্রে খবর, বাড়ির উঠোনে সাইকেল চালাচ্ছিল সে। ওই সময় বাড়ির উঠোনে টাঙানো দড়িতে কোনওভাবে তার গলায় ফাঁস লেগে যায়। পরে বাড়ির লোকেরা তাকে নিথর অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তড়িঘড়ি আড়াইডাঙা গ্রামীণ হাসপাতালে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নগদ-কাণ্ডে অভিযুক্ত বিচারপতি ভার্মার অপসারণ চেয়ে স্বাক্ষর করলেন শাসক ও বিরোধীদলের মোট ২০০ সাংসদ। সোমবার বাদল অধিবেশনের শুরুতেই বিচারপতি অপসারণের প্রক্রিয়া বেশ কিছুটা এগিয়ে গেল

দেশ বিদেশ

22 July, 2025 • Tuesday • Page 13 || Website - www.jagobangla.in

পদত্যাগ করলেন উপরাষ্ট্রপতি

প্রতিবেদন : উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে আচমকাই ইস্তফা দিলেন জগদীপ ধনকড়। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে পাঠিয়ে দিলেন পদত্যাগপত্র। কারণ হিসাবে তিনি, বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল জানিয়েছেন, শারীরিক অসুস্থতার জন্যই তাঁর এই সিদ্ধান্ত। গত মাসেই কুমায়ুন বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে মঞ্চ থেকে নামার পর জ্ঞান হারিয়েছিলেন তিনি। সোমবার পদত্যাগ করে তিনি জানিয়েছেন, এবার থেকে স্বাস্থ্যকেই অগ্রাধিকার দেবেন তিনি। ২০২২ সালের অগাস্ট মাসে উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন জগদীপ ধনকড়। সোমবারও রাজ্যসভায় অধ্যক্ষ হিসাবে সভা পরিচালনার দায়িত্ব পালন করেন তিনি। রাতেই জানান ইস্তফার কথা।

ধর্ষণের অভিযোগ বিজেপি বিধায়কের ছেলের বিরুদ্ধে

প্রতিবেদন : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এক ২৫ বছরের মহিলাকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠল কর্নাটকের বিজেপি বিধায়ক প্রভু চৌহানের ছেলে প্রতীকের বিরুদ্ধে। মহারাষ্ট্রের ওই মহিলা বিদার থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন, বেঙ্গালুরুর একটি হোটেলে নিয়ে এসে ২০২৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর ও ২০২৪ সালের ২৭ মার্চ তাঁকে ধর্ষণ করে। এফআইআরে ওই মহিলা জানিয়েছেন, গত ২ বছর ধরে তাঁদের মধ্যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তাঁর পরিবারের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁকে বিয়ে করতে অস্বীকার করে ওই বিজেপি বিধায়কের ছেলে।

দেশ ছেড়ে ফেরার রুশ মহিলা সুপ্রিম কোর্টে জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন : কী করছিল কেন্দ্র? সীমান্ত পার হয়ে সন্তান নিয়ে দেশ ছেড়ে পালালেন কীভাবে রুশ মহিলা? সীমান্তে নিরপত্তা নেই? স্বাভাবিকভাবেই উঠে গেল এতগুলো প্রশ্ন। সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের আইনজীবীর বক্তব্যই উসকে দিল এই প্রশ্নগুলোকে। রুশ মহিলা ভিক্টোরিয়া তাঁর সন্তানকে নিয়ে বিহার, নেপাল হয়ে রাশিয়ায় পালিয়ে গেছেন। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হল একথা। স্পষ্টতই অসন্তুষ্ট আদালত পর্যবেক্ষণে জানাল, এটা আমাদের কাছে কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ, রেড কর্নার নোটিশ জারি করে কথা বলতে হবে রাশিয়ান দূতাবাসের সঙ্গে। করতে হবে কূটনৈতিক পদক্ষেপ। ৭ দিনের মধ্যে জমা দিতে স্ট্যাটাস রিপোর্ট। অতিরিক্ত সলিসিটার জেনারেল জানিয়েছেন, বিষয়টি এখনও তদন্তের পর্যায়ে।

বাদল অধিবেশনের শুরুতেই বিরোধীদের চাপে নাকাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির বৈঠকে কাটল না জট। বিরোধীরা তাদের দাবিতে অনড়, বাদল অধিবেশনে চলতি সপ্তাহেই পহেলগাঁও সন্ত্রাস এবং অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা চাই। কিন্তু ইন্ডিয়া ব্লকের নেতাদের এই দাবি মানল না কেন্দ্র। ফলে দীর্ঘ বৈঠকের পরও কাটল না জট। সরকারের অজুহাত প্রধানমন্ত্রী চলতি সপ্তাহে বিদেশ সফরে থাকবেন। আলোচনা সম্ভব নয় সেই কারণেই, বৈঠকে জানায় কেন্দ্র। তবে কোন দিন হবে আলোচনা তা আদৌ স্পষ্ট করল না সরকার। এদিকে সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রথম দিনেই বিরোধীদলের নেতারা তাঁদের প্রস্তুতিমতোই অধিবেশনের শুরু থেকে মোদি সরকারের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে সোচ্চার হন। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিন ইস্যুকে হাতিয়ার করে লোকসভায় এবং রাজ্যসভায় পহেলগাঁও, অপারেশন সিঁদুর এবং ভোটার তালিকায় নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে একাধিক মুলতুবি প্রস্তাব দেয় বিরোধীরা। বিরোধী নেতারা ওয়েলে নেবে আলোচনার দাবিতে স্লোগান দেন। সরকার বিরোধীদের দাবি মানতে না চাওয়ায় দফায় দফায় মুলতুবি হয়ে যায় লোকসভা এবং রাজ্যসভার অধিবেশন।

ফের ওড়িশায় ধর্ষিতা ছাত্রী

প্রতিবেদন: বিজেপির ওড়িশায় আবার কলেজ ছাত্রীকে ধর্ষণ। তবে এবারে অভিযোগের তির কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনের এক নেতার বিরুদ্ধে। ভুবনেশ্বরের একটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্রীকে একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে ঠান্ডা পানীয়তে কিছু মিশিয়ে বেহুঁশ করে তাঁকে ধর্ষণ করে উদিত প্রধান নামে ওই ছাত্রনেতা। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রোমহর্ষক দুর্ঘটনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়

স্কুলে ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান নিহত অন্তত ২০, জখম প্রায় ৩০০

প্রতিবেদন: মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনা বাংলাদেশে। ভেঙে পড়তে পড়তেই বায়ুসেনার বিমান ঢুকে পড়ল ক্লাসরুমের সামনে। দুটো ঘরে তখন ক্লাস শেষ হওয়ার মুখে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই নিমেষের মধ্যে বিকট শব্দে হুড়মুড়িয়ে বিমান-সহ ভেঙে পড়ল স্কুলভবনের একাংশ। আগুন আর কালো ধোঁয়ার গ্রাসে চলে গেল স্কুল। মৃত্যু হল পাইলট-সহ অন্তত ২০ জনের। এরমধ্যে অনেকেই খুদে স্কুলপড়ুয়া। ধ্বংসস্তূপের নিচেও কতজন আটকে রয়েছে সে-ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কেউই। সোমবার দুপুরে এই মর্মান্তিক রোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী হল বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা। স্থানীয় সময় দুপুর ১টা ৬ মিনিটে বায়ুসেনার

বিমানটি আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটি ভেঙে পড়ে উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উপর। ঘটনাস্থলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় একজনের। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় আরও বেশ কয়েকজনের। স্থানীয় একটি দৈনিকের খবর, মৃত্যু হয়েছে অন্তত ২০ জনের। আহত অন্তত ৩০০। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও অন্তত ১৫০ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা। দমকল বাহিনী হিমশিম খায় আগুন নেভাতে। বায়ুসেনার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত তাদের এফ-৭ বিমান ভেঙে পড়েছে। মৃত্যু হয়েছে পাইলটের। তবে দুর্ঘটনার কারণ নিয়ে কিছুই বলতে পারেনি তারা।

জানা গিয়েছে, যে ভবনে বিমানটি ভেঙে পড়ে সেটিতে ছিল ১৬টি ক্লাসরুম। ছিল ৪টি শিক্ষকদের ঘরও। ক্লাস হত প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণিকক্ষের সামনেই ঢুকে পড়েছিল বিমানটি। খবর পাওয়ামাত্রই স্কুলে ছুটে আসেন অভিভাবকরা। শুরু হয় কান্নাকাটি। উদ্ধারকারী দলের সদস্যদের কাছে গিয়ে মোবাইলে সন্তানের ছবি দেখিয়ে অনেক মায়েরই আকুল প্রশ্ন, আমার বাচ্চাকে দেখেছেন? হাসপাতালেও প্রায় একই ছবি।

বেআইনি কোচিং সেন্টার সাংসদের প্রশ্নে বিব্রত কেন্দ্র

প্রতিবেদন : তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারীর প্রশ্নে রীতিমতো বিব্রত মোদি সরকার। দেব সংসদে লিখিত প্রশ্নে জানতে চেয়েছিলেন, দেশে ইউপিএসসি পরীক্ষার জন্য কেন্দ্র অনুমোদিত কোচিং সেন্টারের সংখ্যা কত? জানতে চেয়েছিলেন এই পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য পরিচালিত কোচিং সেন্টারের বিবরণ। অননুমোদিত কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে সরকার কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে তার রাজ্যভিত্তিক, বছরভিত্তিক পরিসংখ্যান দাবি করেছিলেন তৃণমূল সাংসদ। এর কোনও সুস্পষ্ট উত্তর দিতে পারেননি শিক্ষা দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। তবে সোমবার কেন্দ্র মেনে নিয়েছে, দেশজুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই কোচিং সেন্টারগুলির অধিকাংশই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যাদের সংশ্লিষ্ট রাজ্য কিংবা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আইন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক গত ১৬ জানুয়ারি, ২০২৪-এ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য কোচিং সেন্টার নিয়ন্ত্রণের নির্দেশিকা জারি করেছে।

পরিবেশে কার্বন নির্গমনের তীব্রতা কমেছে ৩৬ শতাংশ

প্রতিবেদন : প্যারিসচুক্তি অনুযায়ী পরিবেশ রক্ষায় কেন্দ্র কী কী পদক্ষেপ নিয়েছে? কেন্দ্রের কাছে এই প্রশ্ন রেখেছিলেন তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল, জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে সারা দেশে কী ব্যবস্থা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ-ব্যাপারে ৮টি মিশনের বর্তমান অবস্থাই বা কী। মালা রায়ের এই প্রশ্নগুলির মুখে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে গেছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ দফতর। তবে নিজেদের কর্মতৎপরতার ব্যাপারে সাফাইও গেয়েছে মোদি সরকার।

মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং জানিয়েছেন, ভারতের সৌরশক্তির ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে ৪১ গুণেরও বেশি। ২০১৪ সালে অঙ্কটা ছিল ২.৮২ গিগাওয়াট। ২০২৫ সালের জুন মাসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৬.২৫ গিগাওয়াটে। দেশজ উৎপাদনে কার্বন নির্গমন ক্ষমতা ১৫ বছরে ৩৬ শতাংশ কমেছে। প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ভারত সরকার।

মুম্বই ট্রেন হামলার ১২ দোষীকেই মুক্তি দিল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন: তদন্তে স্পষ্ট পুলিশের গাফিলতি। ফলে আদালতগ্রাহ্য প্রমাণের অভাবে খালাস অভিযুক্তরা। ২০০৬ সালে মুম্বইয়ে ট্রেনে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল, সেখানে প্রাণ গিয়েছিল ১৮৯ জনের। আহত হয়েছিলেন ৮০০-রও বেশি মানুষ। ওই বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত সন্দেহে গ্রেফতার করা হয়েছিল ১২ জনকে। কিন্তু পুলিশি তদন্তে ব্যর্থতা এবং উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে মুম্বই ট্রেন বিস্ফোরণের মামলায় বেকসুর খালাস সব অভিযুক্ত। সোমবার তাদের মুক্তি দিল বম্বে হাইকোর্ট।

২০১৫ সালে নিম্ন আদালত ওই ১২ জন অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেছিল। ৫ জনকে মৃত্যুদণ্ড ও বাকিদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেওয়া হয়েছিল। এরপরেই অভিযুক্তরা সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বম্বে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। সোমবার বিচারপতি অনিল কিলোর ও বিচারপতি শ্যাম চন্দক দোষীদের মুক্তির রায় দেন। পুলিশ

অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছে বলেই জানিয়ে দিল হাইকোর্ট। সোমবার হাইকোর্টের রায় ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন কারাগার থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দোষীরা তাদের আইনজীবীদের ধন্যবাদ জানায়। ২০০৬ সালের ১১ জুলাই মুম্বই লোকাল ট্রেনে সাতটি বিস্ফোরণ ঘটে, যাতে ১৮৯ জনেরও বেশি মানুষ নিহত এবং বহু মানুষ আহত হয়। ১১ জুলাই ১১ মিনিটের মধ্যে সাতটি বোমা বিস্ফোরণ ঘটানো হয়। ক্ষয়ক্ষতি আরও বাড়ানোর জন্য বোমা বিস্ফোরণ ঘটাতে প্রেসার কুকার ব্যবহার করা হয়েছিল। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে সন্ধ্যা ৬.২৪ মিনিটে এবং শেষটি ঘটে সন্ধ্যা ৬.৩৫ মিনিটে। বোমাগুলি চার্চগেট থেকে আসা ট্রেনের প্রথম শ্রেণির বগিতে রাখা হয়েছিল। মাতুঙ্গা রোড, মাহিম জংশন, বান্দ্রা, খার রোড, যোগেশ্বরী, ভায়ান্দর এবং বোরিভালি স্টেশনের কাছে বিস্ফোরণ হয়। এত মানুষের মৃত্যুর পরেও তদন্তের ব্যর্থতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য নেপাল ক্রিকেট দল প্রস্তুতি সারবে বেঙ্গালুরুর সেন্টার ফর একসেলেন্স-এ

দাবা বিশ্বকাপ হবে ভারতে

নয়াদিল্লি : চলতি বছরে দাবা বিশ্বকাপের আসর বসবে ভারতে। সোমবার জানিয়েছে ফিডে। টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৩০ অক্টোবর, চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। তবে ভারতের কোনও শহরে দাবা বিশ্বকাপ হবে, সেটা ঘোষণা করেনি ফিডে। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, যথাসময়ে নাম জানিয়ে দেওয়া হবে। এবারের দাবা বিশ্বকাপে ২০৬ জন দাবাড়ু অংশগ্রহণ করবেন। টুর্নামেন্ট হবে নকআউট পদ্ধতিতে। প্রতিটি রাউন্ডে পরাজিত দাবাড়ুরা টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে যাবেন। বিশ্বকাপের জন্য ইতিমধ্যেই যোগ্যতা অর্জন করেছেন তিন ভারতীয় দাবাড়ু ডি গুকেশ, রমেশবাবু প্রজ্ঞানন্দ ও অর্জুন এরিগাইসি। বিশ্বের এক নম্বর দাবাড়ু ম্যাগনাস কার্লসেনও বিশ্বকাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছেন।

নায়ক ওয়েন

কিংস্টন : দেশের জার্সিতে অভিষেক ম্যাচেই নায়ক মিচেল ওয়েন। তাঁর ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরির সুবাদে, টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৩ উইকেটে হারাল অস্ট্রেলিয়া। বল হাতেও ১ উইকেট নিয়েছেন ম্যাচের সেরা ওয়েন। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে, ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৯ রান তুলেছিল ক্যারিবিয়ানরা। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে, ৭৮ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ছ'নম্বরে ব্যাট করতে নেমে, ২৭ বলে ৫০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলে দলকে জয় উপহার দেন ওয়েন। ২৬ বলে ৫১ রান করেন ক্যামেরন গ্রিন। ১৮.৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯০ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

জিতল বাংলা

প্রতিবেদন : বি সি রায় ট্রফিতে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করল বাংলা। সোমবার প্রথম ম্যাচে বাংলার ছেলেরা ২-১ গোলে হারিয়েছে তামিলনাড়ুকে। অমৃতসরের গুরু নানক দেব বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস কমপ্লেক্সে আয়োজিত ম্যাচে ৩২ মিনিটে রাজদীপ পালের করা গোলে এগিয়ে গিয়েছিল বাংলা। কিন্তু ৮০ মিনিটে তামিলনাড়ুর হয়ে গোল শোধ করে দিয়েছিল এ সুরেশ। যদিও মাত্র ছ'মিনিটের মধ্যেই পরিবর্ত হিসাবে মাঠে নামা রিন্টু মালিকের গোলে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে বাংলা।

কলকাতা লিগে আজ সামনে মহামেডান

ডুরান্ড নিয়ে আশায় কিবু

প্রতিবেদন : আসন্ন ডুরান্ড কাপে ভাল ফল করার বিষয়ে আশাবাদী কিবু ভিকুনা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে ডায়মন্ড হারবার কোচ বলেন, ডুরান্ডে আমরা কঠিন গ্রুপে পড়েছি। কিন্তু দল ভাল খেলবে, আমি আশাবাদী। তবে লড়াইটা যে কঠিন, তা অস্বীকার করছি না।

ডুরান্ডে মোহনবাগানের সঙ্গে একই গ্রুপে পড়েছে ডায়মন্ড হারবার। কিবু কোচ হিসাবে সবুজ-মেরুনকে অতীতে আই লিগ চ্যাম্পিয়ন করিয়েছিলেন। পুরনো ক্লাব সম্পর্ক স্প্যানিশ কোচের বক্তব্য, মোহনবাগান ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্লাব। তবে ফুটবল এগারো জনের খেলা। ওদের বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব।

আই লিগ টু চ্যাম্পিয়ন হয়ে এবছর আই লিগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ডায়মন্ড হারবার। কিবু বলছেন, আই লিগে আগেও কোচিং করিয়েছি। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল যখন খেলত, তখন ওটাই ছিল ভারতের সেরা লিগ। এখন আইএসএল সেই জায়গা নিয়েছে। কিন্তু আই লিগেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়। এবারের আই লিগে ইস্টার কাশী, চার্চিল, গোকুলাম ও রিয়াল কাশ্মীর—এই চারটে দল খেতাবি লড়াইয়ে ছিল। তবে আমরাও নিজেদের সেরাটা দেব।

ডায়মন্ড হারবারের সহ-সভাপতি আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন মরশুমে ভাল ফলের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। তিনি বলেন, খুব অল্পদিনেই আমরা উঠে এসেছি। লক্ষ্য ছিল দ্রুত ভারতীয় ফুটবলের মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়া। তাই শুরুতেই কিবুর মতো সফল কোচকে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আই লিগে উঠেছি। ডুরান্ডের মতো ঐতিহ্যশালী টুর্নামেন্টে প্রথমবার খেলব। আমার বিশ্বাস, দল ভাল পারফরম্যান্স করবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সদ্য দলে সই করা স্প্যানিশ ডিফেন্ডার মিকেল কোর্তাজা। এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতা প্রিমিয়ার লিগে মাঠে নামছে ডায়মন্ড হারবার। প্রতিপক্ষ মহামেডান স্পোর্টিং।

ফুটবলারদের সঙ্গে কিবু। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে।

শুভমনের মধ্যে ওয়াদেকরের ছায়া

গাভাসকরের মুখে কপিল, দ্রাবিড়ও

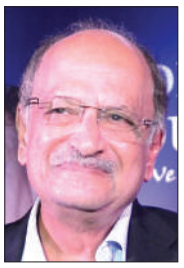

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : অজিত ওয়াদেকর, কপিল দেব এবং রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বের ছায়া শুভমন গিলের অধিনায়কত্বে দেখতে পাচ্ছেন সুনীল গাভাসকর। বুধবার থেকে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের চতুর্থ টেস্ট। ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছেন শুভমনরা।

তার আগে নিজের কলামে গাভাসকর লিখেছেন, এটা সবার মনে রাখা দরকার, ইংল্যান্ডের মাটিতে ভারত মাত্র তিনবার টেস্ট সিরিজ জিতেছে। ১৯৭১ সালে অজিত ওয়াদেকরের নেতৃত্বে। ১৯৮৬ সালে কপিল দেবের নেতৃত্বে এবং রাহুল দ্রাবিড়ের নেতৃত্বে ২০০৭ সালে। ওঁরা তিনজনেই দুর্দান্ত অধিনায়ক। ওয়াদেকরের নেতৃত্ব দেওয়ার ধরন ছিল আইকনিক। কপিল আগ্রাসী অথচ নিয়ন্ত্রিত। দ্রাবিড়ের ছিল চিন্তাশীল পদ্ধতি।

সানি আরও লিখেছেন, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, এই তিনজন কিন্তু উত্তেজিত হত না। সব সময় শান্ত ও আত্মবিশ্বাসে ভরপুর থাকত। বার্মিংহামে শুভমনের নেতৃত্বে এই তিন পূর্বসূরির মিশ্রণ দেখতে পেয়েছি। ব্যাট হাতে দু'ইনিংসেই সেঞ্চুরি ও ডাবল সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিল আইকনিক স্টাইলে। এরপর ইংল্যান্ডের ব্যাটিংয়ের সময় যেভাবে নিজের বোলারদের ব্যবহার করেছিল, তাতে চিন্তার ছাপ ছিল স্পষ্ট। নিয়ন্ত্রিত আগ্রাসনের সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছিল। কে বলতে পারে, শুভমনও হয়তো পূর্বসূরি ত্রয়ীর মতোই ইংল্যান্ডে ইতিহাস গড়বে।

শেষ চারে উঠে নজির দিব্যার

জর্জিয়া, ২১ জুলাই : মেয়েদের দাবা বিশ্বকাপে ভারতীয় দাবাড়ুদের দাপট অব্যাহত। গতকাল প্রথম ভারতীয় মহিলা দাবাড়ু হিসাবে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন কোনেরু হাম্পি। গড়েছিলেন ইতিহাস। সোমবার একই পথের শরিক হলেন দিব্যা দেশমুখ। এই প্রথমবার দাবা বিশ্বকাপের শেষ চারে দেখা যাবে দুই ভারতীয় মহিলা দাবাড়ুকে। কোয়ার্টার ফাইনালে দিব্যার প্রতিপক্ষ ছিলেন আরেক ভারতীয় দাবাড়ু হারিকা দ্রোণাভল্লি। দু'টি গেমই অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়াতে ম্যাচের নিষ্পত্তি হয় টাইব্রেকে। আর সেখানেই বাজিমাত করেন দিব্যা। এবার সেমিফাইনালে তিনি মুখোমুখি হবেন চিনা গ্র্যান্ডমাস্টার তান জংগেইয়ের। তান আবার কোয়ার্টার ফাইনালে হারিয়েছেন ভারতেরই আর বৈশালিকে। অন্য সেমিফাইনালে হাম্পির প্রতিপক্ষ শীর্ষ বাছাই চিনের লেই তিংজির। যা পরিস্থিতি, তাতে হাম্পি ও দিব্যা জিতলে, খেতাবি লড়াই হবে দুই ভারতীয় দাবাড়ুর মধ্যে। আর প্রথমবার কোনও মহিলা ভারতীয় দাবাড়ুর বিশ্বকাপ জয়ও নিশ্চিত হয়ে যাবে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ফেরানোর ভাবনা

সিঙ্গাপুর, ২১ জুলাই : ১২ বছর পর ফের শুরু হতে চলেছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টি-২০। সিঙ্গাপুরে আইসিসির বার্ষিক সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০০৮ সালে আইপিএলে পাশাপাশি শুরু হয়েছিল এই টুর্নামেন্ট। বিভিন্ন দেশের টি-২০ লিগের চ্যাম্পিয়ন দলগুলি এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করত। কিন্তু ২০১৪ সালে এই টুর্নামেন্ট বন্ধ হয়ে যায়। যদিও এই টুর্নামেন্ট ফের চালু হচ্ছে। সবকিছু ঠিক থাকলে, ২০২৬ সালের সেপ্টেম্বরে শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। তার আগেই মে মাসে শেষ হয়ে যাবে আইপিএল-সহ বিশ্বের বিভিন্ন টি-২০ লিগ।

ছন্দে ফিরতে মরিয়া সিন্ধু

আজ শুরু চিনা ওপেন

চাংঝৌউ, ২১ জুলাই : মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে চিনা ওপেন সুপার ১০০০ ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। আর দুঃসময় কাটিয়ে ফর্মে ফেরার জন্য এই টুর্নামেন্টকেই পাখির চোখ করছেন পিভি সিন্ধু। ভারতীয় ডাবলস জুটি সাত্ত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেঠির কাছে আবার এই টুর্নামেন্ট বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের প্রস্তুতি মঞ্চ।

সিন্ধু অভিযান শুরু করবেন টুর্নামেন্টের ষষ্ঠ বাছাই টোমোকা মিয়াজাকির বিরুদ্ধে। চলতি বছরে পাঁচ-পাঁচটি টুর্নামেন্টের প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গিয়েছেন সিন্ধু। তিনটি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় রাউন্ডেই হেরেছেন। লাগাতার ব্যর্থতায় মেয়েদের ক্রমতালিকায় ১৬ নম্বরে নেমে গিয়েছেন। এবার প্রথম রাউন্ডের বেড়া টপকাতে পারেন কিনা, সেটাই দেখার।

প্রথম রাউন্ডে লক্ষ্য সেনের প্রতিদ্বন্দ্বী পঞ্চম বাছাই চিনের লি শি ফেং। আরেক ভারতীয় শাটলার এইচ এস প্রণয় অভিযান শুরু করবেন জাপানের কোকি ওয়াতানাবে। এদিকে, সাত্ত্বিক ও চিরাগ ছেলেদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে মুখোমুখি হবেন জাপানি জুটি কেনিয়া মিতসুহাশি ও হিরোকি ওকামুরার।

রুবেন ও আমার কোচিং দর্শন এক

বলছেন গম্ভীর

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : একজন ফুটবল কোচ। অন্যজন ক্রিকেটের। কিন্তু রুবেন আমোরিম ও গৌতম গম্ভীরের কোচিং দর্শন হুবহু এক! জানাচ্ছেন গম্ভীর নিজেই।

বহুজাতিক স্পোর্টস কিট প্রস্তুতসকারকের উদ্যোগে রবিবার ফুটবল ও ক্রিকেটের মিলনের সাক্ষী ছিলেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। ম্যান ইউয়ের প্র্যাকটিস গ্রাউন্ড ক্যারিংটনে পুরো দল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন গম্ভীর। সেখানে ফটোশ্যুটের পাশাপাশি চুটিয়ে আড্ডা দিলেন শুভমন গিল, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, মহম্মদ সিরাজ, হ্যারি ম্যাগুয়ের, ঋষভ পন্থরা। বাদ যাননি গম্ভীরও। ম্যান ইউ কোচ আমোরিমের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতে দেখা গিয়েছে তাঁকে।

এবার বিসিসিআই টিভিতে সেই অভিজ্ঞতা নিয়ে মুখ খুললেন গম্ভীর। তিনি বলেছেন, ২০১৪ সালেও আমি এসেছিলাম। তবে এবারের অভিজ্ঞতা আলাদা। কারণ এভাবে ম্যান ইউয়ের কোচ ও ফুটবলারদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আগে হয়নি। রুবেনের সঙ্গে অনেকটা সময় ধরে কথা হল। আমরা দু'টি আলাদা স্পোর্টসের সঙ্গে যুক্ত হলেও, কোচিং দর্শনে অমিল নেই। আমরা দু'জনেই ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের থেকে দলগত পারফরম্যান্সকে বেশি গুরুত্ব দিই। দু'জনেই নিজের নিজের দলে এমন সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাই, যেখানে একজন খেলোয়াড়কে দলের প্রয়োজন অনুযায়ী খেলায় বদল আনতে হবে। দল কোনও খেলোয়াড়ের প্রয়োজন অনুযায়ী খেলবে না। কারণ দলগত খেলার শর্ত এটা। ম্যান ইউয়ের পর্তুগিজ তারকা ব্রুনো ফার্নান্ডেজের সঙ্গে কথা বলার অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন শুভমনও। ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, অন্য খেলার সেরা ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে কথা বলা সব সময়ই উত্তেজক। ওদের গল্প শুনলে অনুপ্রেরণা পাওয়া যায়। আমরা হয়তো আলাদা খেলা খেলি। তবে আমাদের মানসিকতা একই থাকে। শুভমনের সংযোজন, ব্রুনো আমাকে বলেছে, মাঝে মাঝে ওরও চাপ লাগে। কিন্তু মাঠে নামলে, সেই চাপ আর মাথায় থাকে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ট্রিমার চালাতে গিয়ে কেলেঙ্কারি। বেকহ্যামের এই ছবি পোস্ট করলেন স্ত্রী ভিক্টোরিয়া

মাঠে ময়দানে

22 July, 2025 • Tuesday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
২২ জুলাই ২০২৫
মঙ্গলবার

ঋষভের হাতে গ্লাভস • নেই নীতীশ-অর্শদীপ • চমক হতে পারেন কম্বোজ

সবুজে ঢাকা বাইশ গজ, সঙ্গে থাকছে বৃষ্টির পূর্বাভাস

ম্যাঞ্চেস্টার, ২২ জুলাই : বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট। তার আগে দুটো জিনিস ভাবনায় রেখেছে। এক আবহাওয়া। দুই উইকেট। আবহাওয়া এই জন্য যে গত ক'দিন এখানে অনেক বৃষ্টি হয়েছে। আর টেস্ট ম্যাচের মধ্যেও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উইকেট নিয়ে আবার ধন্দ রয়েছে। মাইক আথারটন পাটা উইকেট হবে বলেছিলেন আগে। কিন্তু এখন পর্যন্ত সবুজ উইকেটই চোখে পড়ছে।

সিরিজে ভারত ১-২ পিছিয়ে আছে। ফলে শুভমনদের এখানে জিততে হবে। তবে হাওয়া অফিসের রিপোর্ট বলছে তৃতীয় দিন ছাড়া রোজই বৃষ্টি হবে। আকাশ মেঘলা থাকবে। তাপমাত্রা ১৩-২০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকতে পারে। সেটা লর্ডসের উল্টো হবে। ওখানে বেশ গরম ছিল। কিন্তু ম্যাঞ্চেস্টারে ঠান্ডা, মনোরম পরিবেশ থাকবে। এতে সিমাররা সুবিধা পাবেন।

ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে বরাবর পেস সহায়ক উইকেট হয়। এবারও সেটাই হতে চলেছে। সোমবার দেখা গেল উইকেটে সবুজ ঘাস আছে। আর আউট ফিল্ডে জায়গায়-জায়গায় ভেজাভাব। সেটা বৃষ্টির জন্য। সোমবার অবশ্য পরিষ্কার আকাশ ছিল ম্যাঞ্চেস্টারে। তাতে মাঠের যে অংশ্য ভিজে আছে সেটা শুকিয়ে যাওয়ার সুযোগ মিলবে।

লর্ডসে হারের পর আটদিন বিশ্রাম পেয়েছেন ক্রিকেটাররা। তাতে মনে হচ্ছে ঋষভ পন্থ অনেকটা সুস্থ। তাঁকে কিপিং গ্লাভস হাতে দেখা গেল। লর্ডসে আঙুলে চোট পাওয়ার পর থেকে ঋষভ আর কিপিং করেননি। উইকেটের পিছনে দাঁড়ান ধ্রুব জুরেল। কিন্তু ঋষভ কিপিং করা মানে জুরেলের খেলার সম্ভাবনা কমবে। এতে টিম কম্বিনেশ নিয়ে যা আলোচনা হচ্ছিল তার অনেকটা বদলে যেতে পারে।

এই সিরিজে শুভমনের পরেই রানে আছেন ঋষভ। তিনি এ-যাবৎ দুটি পঞ্চাশ ও দুটি একশো করেছেন। সিরিজে সমতা ফেরাতে ভারতীয় ড্রেসিংরুম তাই ঋষভকে রেখেই দল সাজাচ্ছিল। আগে ভাবা হয়েছিল জুরেল কিপিং করবেন আর ঋষভ ব্যাটার হিসাবে খেলবেন। কিন্তু তিনি এদিন প্র্যাকটিসে হাতে কিপিং গ্লাভস তুলে নেওয়ার পর সব অঙ্ক পাল্টে যাওয়ার মুখে।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টারে নামার আগে জোর ধাক্কা খেয়েছে ভারত। চোটের জন্য নীতীশ কুমার রেড্ডি এই সিরিজে আর খেলতে পারবেন না। আঙুলে চোট নিয়ে চতুর্থ টেস্টের বাইরে চলে গিয়েছেন অর্শদীপ সিংও। নীতীশ অলরাউন্ডার হিসাবে প্রথম দলে ছিলেন। অর্শদীপ অবশ্য প্রথম তিন টেস্টের একটিতেও সুযোগ পাননি। নীতীশের ব্যাকআপ হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে অংশুল কম্বোজকে। পরিস্থিতি বুঝে তাঁকে খেলিয়েও দিতে পারেন গম্ভীর। কম্বোজ হরিয়ানার ছেলে। আইপিএলে খেলেন চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে। এদিন নেটে রাহুল, যশস্বীকে কয়েকবার বিপাকে ফেলেছেন।

চোটের তালিকায় রয়েছে আকাশ দীপের নামও। তাঁর কুঁচকিতে চোট রয়েছে। আকাশের না খেলার সম্ভাবনা প্রবল। গত অস্ট্রেলিয়া সফরেও তিনি চোট পেয়েছিলেন। তিন মাস তাঁকে বিশ্রামে কাটাতে হয়েছিল। এখানে বুমরা খেলবেন। সঙ্গে সিরাজ। আকাশকে নিয়ে সিরাজ এদিন বলেছেন, নেটে তো বল করল। বাকিটা এখন ফিজিওর হাতে। এদিকে, ইংল্যান্ড শোয়েব বশিরের জায়গায় লিয়াম ডসনের নাম ঘোষণা করছে।

প্র্যাকটিসের ফাঁকে ঋষভ ও শুভমন। সোমবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে।

বুমরা খেলবেন, ফাঁস সিরাজের

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : একের পর এক চোট-আঘাতে জর্জরিত ভারতীয় শিবির। এই পরিস্থিতিতে বুধবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হচ্ছে চতুর্থ টেস্ট। এই পরিস্থিতিতে জসপ্রীত বুমরাকে বিশ্রাম দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে তুঙ্গে ছিল চর্চা। সোমবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে মহম্মদ সিরাজ অবশ্য সাফ জানালেন, বুমরাকে নিয়েই ম্যাঞ্চেস্টারে নামবে ভারত।

সিরাজের বক্তব্য, টিম কম্বিনেশন কী হবে, সেটা আমার জানা নেই। পিচ ও পরিবেশ বিচার করে সেরা একাদশই মাঠে নামানো হবে। তবে যতদূর জানি, বুমরা এই টেস্টে খেলবে। তবে দল যে বদল হচ্ছেই, সেটা গোপন করেননি ভারতীয় পেসার। তিনি বলেন, আকাশ দীপের কুঁচকিতে সমস্যা হচ্ছে। আজ নেটে বল করেছে। আপাতত ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। আমাদের বোলিংয়ে হয়তো কিছু পরিবর্তন হবে। তবে লক্ষ্য একই থাকবে। সেটা হল সঠিক জায়গায় বল রাখা।

লর্ডসে শেষ উইকেটে রবীন্দ্র জাদেজা সঙ্গে জুটি বেঁধে দলকে জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েও শেষরক্ষা করতে পারেননি। এই প্রসঙ্গে সিরাজ বলছেন, আউট হওয়ার পর কেঁদে ফেলেছিলাম। আবেগ সামলাতে পারিনি। মনে হচ্ছিল, জাড্ডু ভাই এত লড়াই করল। কিন্তু আমি ডুবিয়ে দিলাম। তবে নিজেকে বুঝিয়েছি, সিরিজ এখনও শেষ হয়নি। নেটে নিজের ব্যাটিং নিয়ে আরও বেশি করে খাটছি।

সিরাজ আরও বলেন, লর্ডসে খুব আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে ব্যাট করছিলাম। একবারও মনে হয়নি আউট হতে পারি। ব্যাটের মাঝখান দিয়ে খেলার পরেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে বোল্ড হয়ে যাই। ওই সময় আমি আউট না হলে, ম্যাচের রেজাল্ট অন্যরকম হত। নিজের ওয়ার্কলোড নিয়ে সিরাজের বক্তব্য, আমি দেশের হয়ে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলে যেতে চাই।

এদিকে, ম্যাঞ্চেস্টারেই সিরিজ পকেটে পুরে ফেলতে তৈরি ইংল্যান্ড। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে এসে হ্যারি ব্রুক বলে গেলেন, এখনও পর্যন্ত সিরিজ যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে খুশি। আমরা একটা দল হিসাবে যথেষ্ট উঁচুমানের ক্রিকেট খেলছি। ভারত দুর্দান্ত দল। প্রতিপক্ষ হিসাবে ওদের সম্মান করি। তবে জয় ছাড়া অন্য কিছু ভাবছি না।

ইঞ্জিনিয়ার ও লয়েডের নামে স্ট্যান্ড ম্যাঞ্চেস্টারে

ম্যাঞ্চেস্টার, ২১ জুলাই : ক্লাইভ লয়েড এবং ফারুক ইঞ্জিনিয়ারের নামে ওল্ড ট্র্যাফোর্ডের দু'টি স্ট্যান্ড বসবে। দুই ক্রিকেট তারকাকে এই বিশেষ সম্মান জানাচ্ছে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি। কিংবদন্তি ক্যারিবিয়ান অধিনায়ক লয়েড দীর্ঘ দু'যুগ ধরে ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলেছেন। অন্যদিকে, প্রাক্তন ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার ইঞ্জিনিয়ার ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে প্রায় এক যুগ খেলেছেন। বুধবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে শুরু হবে ভারত-ইংল্যান্ড চলতি টেস্ট সিরিজের চতুর্থ ম্যাচ। প্রথম দিনের খেলা শুরুর আগেই দুই কিংবদন্তি ক্রিকেটারের নামে স্ট্যান্ডের উদ্বোধন হবে।

প্রসঙ্গত, ইঞ্জিনিয়ার ১৯৬৮ থেকে

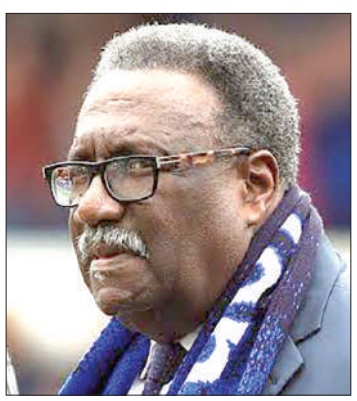

১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে চুটিয়ে খেলেছেন। ১৭৫ ম্যাচে ব্যাট হাতে প্রায় ছ'হাজার রান করার পাশাপাশি, ৪২৯টি ক্যাচ ও ৩৫টি স্টাম্পিংও করেছেন। পরে ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টির সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন। তাঁর উদ্যোগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, ওয়াসিম আক্রম, মুথাইয়া মুরলীধরনের মতো ক্রিকেট তারকারা ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে কাউন্টি খেলেছেন।

অন্যদিকে, জোড়া বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়ক লয়েড টানা ১৬টি মরশুম ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলেছেন। কাউন্টি চ্যাম্পিয়নশিপে এক মরশুমে এক হাজারের বেশি রান করার নজিরও রয়েছে তাঁর। ল্যাঙ্কাশায়ারকে চারটি জিলেট কাপ, দু'টি জন প্লেয়ার লিগ খেতাবও জিতিয়েছেন লয়েড। কাউন্টির পক্ষ থেকে এমন সম্মান পেয়ে আপ্লুত দুই কিংবদন্তি। ইঞ্জিনিয়ারের বক্তব্য, এই কাউন্টি আমার সেকেন্ড হোম। ল্যাঙ্কাশায়ারের হয়ে খেলার প্রতিটি মুহূর্ত দারুণ উপভোগ করেছি। এই সম্মান পেয়ে আপ্লুত। প্রায় একই প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন লয়েডও।

অমর শহিদ
আমরা তোমায়
ভুলছি না,
ভুলবো না

একুশে জুলাই

১২০ ফুট পতাকার দখলে হাওড়া ব্রিজ